

১ ইন্টারনেট সংস্করণ <http://durantbarta.com>

কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 298 Wednesday, 27 September, 2023 * ২৮ বর্ষ, ২৯৮ সংখ্যা * ৯ অশ্বিন, ১৪৩০, বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ * আজ ৮ পাতা * মূল্য- ৩ টাকা



প্রাথমিকে নিয়োগ মামলায় হাওড়ার দাসনগর-সহ পাঁচটি জায়গায় তল্লাশি চালায় সিবিআই। মঙ্গলবার সকাল থেকে এই তল্লাশি শুরু হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৩



বেপরোয়া গাড়ি ধাক্কায় মৃত্যু ১ স্কুল ছাত্রের, গুরুতর ভাবে আহত আরও ১ ছাত্রী। ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে পথ অবরোধ করে স্থানীয়রা। ...বিস্তারিত পাতা ৫



ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে রোজগার মেলা কর্মসূচির অধীনে প্রায় ৫১ হাজার চাকরি প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ...বিস্তারিত পাতা ৬



‘বিশ্বকাপ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি, আমি শুধু বিশ্বকাপ দেখি ভাই, মুখ নয়, আমি বিশ্বকাপ দেখি, যেটি তিনটি শ্রুন্তের উপর নির্মিত। এবং তার উপর বিশ্বকাপ।’ ...বিস্তারিত পাতা ৮

আদালতে তোপের মুখে কলেজ সার্ভিস কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের পর এবার আদালতে তোপের মুখে কলেজ সার্ভিস কমিশন। প্যালে প্রকাশ হল, অথচ নেই কোনও নম্বরের ব্রেক-আপ। এমন অভিযোগ শুনেই স্কোড প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কড়া ভাষায় এদিন তিনি বার্তা দেন কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে। কেন নম্বর রাখা হল না? ১০ দিনের মধ্যে হলফনামা জমা দিয়ে সে কথা জানানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামী ১৩ অক্টোবর রয়েছে মামলার পরবর্তী শুনানি। মামলার শুনানিতে নিয়োগ মামলায় অতিমুক্ত সুবীরেশ ভট্টাচার্যের কথাও উল্লেখ করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। মনোলিসা ঘোষ নামে এক মামলাকারী অভিযোগ করেন, ২০২৩-এ কলেজ সার্ভিস কমিশনের তরফে যে প্যালে প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে শুধু প্রার্থীদের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রকাশিত হলেও নম্বর প্রকাশ করা হয়নি। সেই অভিযোগ নিয়েই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মনোলিসা ঘোষ নামে ওই মামলকারী। তার দাবি স্বচ্ছতা আনতে প্যালেসে নম্বর প্রকাশ ছিলে হবে। আজ, মঙ্গলবার রাত সেই মামলার শুনানি। কিসের ভিত্তিতে প্যালে প্রকাশ করা হল, কমিশনের কাছে তা জানতে চান বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কমিশনের অধিনেত্রী জানান, প্রাপ্ত নম্বর, গবেষণা পত্র সহ বেশ কিছু দেখেই প্যালেসে নাম ওঠে। এ কথা শুনে বিচারপতি বলেন, “চেয়ারম্যান নিজে কটি পোপার (গবেষণা পত্র) জমা দিয়েছেন, তা ওঁকে জিজ্ঞেস করতে চাই। নম্বর প্রকাশ করলে সমস্যা কোথায়?” প্রশ্ন করেন বিচারপতি। চেয়ারম্যান দীপক করের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, “ওঁকে মনে করিয়ে দেবেন সুবীরেশ ভট্টাচার্য এখন জেলে আছে।” উল্লেখ্য, সুবীরেশ ভট্টাচার্য ও কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। কমিশনের আইনে কেন প্যালেসের কোনও খসড়া বলা নেই, তা দেখে এদিন বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বিচারপতি। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে কলেজ সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল। ২০২৩ সালে প্যালে প্রকাশিত হয়।

পার্থর খোলা ৩৫টি ভুয়ো সংস্থার তথ্য খতিয়ে দেখবে সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এবার পার্থর তৈরি করা ৩৫টি ভুয়ো সংস্থার ফরেনসিক অডিট শুরু করবে সিবিআই। তদন্তকারীদের দাবি, এই সংস্থাগুলির অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নিয়োগ দুর্নীতির সুবিধা পেয়েছেন তা স্পষ্ট হবে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। সিবিআই সূত্রে খবর, নিয়োগ দুর্নীতির কারো টাকা সাদা করতে বিভিন্ন সময়ে মোট ৩৫টি ভুয়ো সংস্থা খুলেছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এই সংস্থাগুলির ডিরেক্টর ও অন্যান্য পদে যারা ছিলেন তাদের প্রায় কেউই এব্যাপারে অবহিত ছিলেন না। বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে নথি নিয়ে ও তাদের দিয়ে নথিতে সই করিয়ে চূপিসে তাদের সংস্থার ডিরেক্টর করেছেন পার্থ ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা। সেই ব্যক্তির সিবিআইকে জেরার মুখে ব্যবহার ঘটানাবলী জানিয়েছেন। এর পরই পার্থর ৩৫টি সংস্থার ফরেনসিক অডিট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গোয়েন্দারা। কিন্তু কী এই ফরেনসিক অডিট? কেনও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরের পেশ করা নথি বা তথ্য সরেজমিনে খতিয়ে দেখাকে বলে ফরেনসিক অডিট। এই পদ্ধতিতে যে নথি পেশ করা হয় তা সংশ্লিষ্ট সংস্থায় গিয়ে মিলিয়ে দেখেন অডিটররা। যাবতীয় তথ্য আসল নথি ও চিকনায় গিয়ে খতিয়ে দেখা হয়। এর ফলে ভুয়ো সংস্থার বা ভুয়ো তথ্য দিলে তা ধরা পড়ে যায়।

কংগ্রেসকে বাংলায় কটা আসন ছাড়বে তৃণমূল?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ মেঘালয়ে ‘হাত’ ধরতে দেবে কংগ্রেস? লোকসভার আসন সমঝোতা নিয়ে ক্রত আলোচনা চায় তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অবধি সময় বের্বে দিয়েছে জোড়াফুল শিবির। পুরানো সম্পর্ক মেনে কংগ্রেসকে আসন ছাড়তে অসুবিধা নেই তৃণমূলের। তবে এক্ষেত্রে রাজ্যে প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ মনে করিয়ে দিতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রের খবর, সর্বাধিক ২ আসন ছাড়তে পারে তৃণমূল কংগ্রেস। এর বেশি আসন ছাড়তে তৃণমূল কংগ্রেসও ভিন রাজ্যে আসন চাইবে। এর মধ্যে মেঘালয় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস দাবি জানাবে। প্রসঙ্গত মেঘালয়ে তৃণমূলের বিধায়ক আছে। শতাংশের বিচারে ভাল ভোট পেয়েছিল তারা। কংগ্রেস বা তার সহযোগীদের সঙ্গে আসন সমঝোতা তৈরি এখানে সুবিধাজনক। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে খবর, ৫ রাজ্যের ভোটের ফলের দিকে চেয়ে ধীরে চলো নীতি নিতে পারে কংগ্রেস। তবে যে যেখানে শক্তিশালী, সেটা মাথায় রেখেও, আসন সমঝোতায় গতি চায় তৃণমূল কংগ্রেস। তাই বাংলার আসন সমঝোতায় মেঘালয় জুড়তে পারে। আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে রাজ্যে তিনটি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে- এক, গত বারের লোকসভা ভোটের ফল, দুই, গত বারের বিধানসভা



ভোটের ফল, তিন, গত বারের লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের ফল সমন্বয় করে দেখা। জন্মু কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড এবং বিহার, এই রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসেরই অধিপতি, ফলে কংগ্রেসকে সামনে রেখেই বিরোধী জোট লড়বে। পঞ্জাব, দিল্লি, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, গোয়া এবং পশ্চিমবঙ্গ। দিল্লি এবং পঞ্জাব মিলিয়ে কুড়িটা আসন, আর বাংলায় ৪২। এখানে কংগ্রেস আপ আর তৃণমূলের সঙ্গে কথা চালাবে। কেবলে বাম বনাম কংগ্রেস লড়াই আছে। উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্য ত্রিপুরায় কংগ্রেস সে ভাবে চাইছে না বামদের। মেঘালয়ে কংগ্রেসের ভোট আছে। যদিও কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব জানাচ্ছে, আসন সমঝোতা নিয়ে অসুবিধা হবে না। প্রয়োজনে সেনািয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধি উভয়েই কথা বলবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তবে তা নিয়ে সময় বাড়াতে চাইছে না তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল মুখপাত্র কৃণাল ঘোষ জানিয়েছেন, জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তারা জোটের কথা বলছেন। আর এই রাজ্যে এসে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী আক্রমণ করছেন এমন চললে এর একটা প্রভাব পড়বে আসন সমঝোতায়।

‘ধনখড়ই নিয়ম বদলেছেন’ ‘বিধানসভায় আসুন’, রাজ্যপালকে পাল্টা চিঠি বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ ফল প্রকাশের পর দুসপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখনও শপথ নিতে পারেননি ধৃণগুড়ির জয়ী প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোসকে চিঠি লিখছেন বিধানসভার পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। কেন এই জটিলতা তা নিয়ে এবার মুখ খুললেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “আগে শপথকে কেন্দ্র করে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতো না। আমাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হতো। আমরা সেই ভাবে শপথের দিন ঠিক করতাম।” স্পিকার জানান, পূর্বতন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সময় থেকে এই শপথের নিয়ম বদলেছে। তিনি বলেন, “উনি নিজে দায়িত্ব নিতে শুরু করেন। তখন থেকেই সেই পদ্ধতি চলছে। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে একমাসের বেশি সময় পেরিয়ে গে। এখনও কিছুতেই শপথ নেওয়ানো গেল না। যতক্ষণ পর্যন্ত রাজ্যপাল অনুমতি না দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু করার নেই।” রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে নবতম সংযোগ জন ধৃণগুড়ির জয়ী প্রার্থীকে শপথগ্রহণ ইস্যু। নবায় সূত্রে খবর, ধৃণগুড়ির ফল ঘোষণার পরপরই শপথগ্রহণ সংক্রান্ত ফাইল রাজভবন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই ফাইল আটকে থাকে রাজভবনে।



বিষয়টি পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে জানান। তিনি এই ঘটনা জানিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি দেন পরিষদীয় মন্ত্রী। তিনি বলেন, “নতুন বিধায়ক এলাকার কাজ করবেন, সাধারণ মানুষকে তাঁদের প্রয়োজনে শংসাপত্র দেবেন। কিন্তু তিনি এখনও শপথই নিতে পারলেন না। কেন এমন করছেন রাজ্যপাল।” অবশেষে এদিন নির্মলচন্দ্র রায়ের শপথ গ্রহণ নিয়ে জটিলতা কাটল। রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস আজ রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস

বন্দ্যোপাধ্যায়কে শপথবাক্য পাঠ করানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। তবে রাজ্যপাল অধ্যক্ষকে এড়িয়ে উপাধ্যক্ষকে শপথবাক্য পাঠের দায়িত্ব দেওয়ায় নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এদিকে রাজভবন আর রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদানও হয়েছে ইতিমধ্যেই। আর এবার সেই তরজায় নয়া মোড়। কোথায় শপথ নেনো নির্মল রায়, তা নিয়েই শুরু নয়া দ্বন্দ্ব। ধৃণগুড়ির নবনির্বাচিত বিধায়ককে রাজভবনে

পাঠ করালে রাজভবনের গরিমা বাড়বে। রাজ্যপালের দাবি, এই শপথ গ্রহণ বার্তা দেবে যে রাজভবন সবার জন্য খোলা। মুখ্যমন্ত্রী সেই চিঠির প্রতিগিপি স্পিকারকে পাঠিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এরপরই রাজভবনে একটি পাল্টা চিঠি পাঠান বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকারের দাবি, বিধানসভার গরিমা, রাজভবনের থেকে অনেক বেশি। এখানে সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ শপথ গ্রহণ করেছেন। তাই রাজ্যপালকে বিধানসভায় গিয়ে শপথ গ্রহণ করানোর কথা বলেছেন স্পিকার। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রাজ্যপাল যখন শপথ বাক্য পাঠ করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তখন তিনি যেন বিধানসভায় আসেন। উল্লেখ্য, রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছিল, নির্মল রায়কে শপথের দিনক্ষণ জানানো হয়েছে ইতিমধ্যেই। অথচ নির্মলচন্দ্রের দাবি, তিনি চিঠিটি পেয়েছেন সেই নির্ধারিত দিনের ৪৮ ঘণ্টা পর। এতে ক্ষুদ্ধ হয় রাজ্য সরকার। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যপালকে চিঠি লেখেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এরপর রাজ্যপাল শোভনদেবকে পাল্টা চিঠি দিয়ে জানান, শপথের দিন তিনি ঠিক করে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরিষদীয় দফতরে সেই ফাইলে সই করার মতো কেউ ছিলেন না।

এজেন্সির তদন্ত নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু ‘অনেক ডাকাডাকি হয়েছে, এবার গ্রেফতার করুন!’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি তদন্ত করার প্রক্রিয়া নিয়ে উস্মা প্রকাশ করলেন বিরোধীরা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন স্বাস্থ্যভবনে অভিযান ছিলেন তিনি। সেই সময়ে পুলিশ বাধা পেয়ে স্কোড প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “আমি স্বরাষ্ট্র সচিবকে আগেই দেখা করতে চেয়েছিলাম। দেখা করে বাইরে বেরিয়ে কথা বলতাম। কেন্দ্রের রিপোর্টে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ কোনও ভেটা দেয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দিয়েছে, তা কোথায় বরাদ্দ হয়েছে। টাকা ফোর্স কি করছে? আমাদের কথা শুনবে না, বলতে দেবে না। মহিলা পুলিশ নিয়ে আসল। আমাদের একজন মাত্র মহিলা বিধায়ক ছিল। মহিলা পুলিশ দিয়ে পুষ করা হচ্ছিল। আমরা সবাই জনপ্রতিনিধি।” শুভেন্দু বলেন, “আমাদের কেন ঢুকতে দেবে না? প্রিজন্ ভায়ে উঠেছিলাম। নিয়ে গেল না। একটা অসহনীয় অবস্থা রাজ্য জুড়ে। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের ভালো প্রস্তাব মেনে নেওয়া হোক। আমরা কি ডাক্তার নাকি? আমরা ক্যান্সার করব। দেবাজন দাস ভুয়ো ভ্যাকসিন দিতে পারেন ওনাদের দলে। আমাদের একটা জায়গা আছে। মহিলা পুলিশ একটা ওদের টেকনিক। তাদের সঙ্গে বচসায় জড়াতে চাই না। আমাদের ভদ্রতা, শিষ্টাচার আছে। পুরুষ পুলিশ ছিল তো। মহিলা পুলিশ জিপ পরে আসবেন কেন? ইউনিফর্ম কেন পরে আসবেন না? আমাদের পোশাক নিয়ে বলছি না। কিন্তু একটা ইউনিফর্ম তো থাকবে।” তিনি আরও বলেন,



হওয়া উচিত।” বিরোধী দলনেতার দাবি, “ক্রত তদন্ত গুটিয়ে আনা দরকার। বামেরা সেটিং নিয়ে যারা বলছে, তাদের বলুন ইন্ডিয়ার মিটিংয়ে গান-বাজনা-বিরিয়ানি খেয়ে আসছে। সিপিএম সিরিয়াস হলে বলুক তারা জোট খাকবে না। তৃণমূল কংগ্রেস কোনও দল নেই। তাই তাদের ক্লাস করার দরকার নেই। এখন অই প্যাক চালাচ্ছে। অনেক

ডাকাডাকি হয়েছে, অনেক তদন্ত হয়েছে, এবার গ্রেফতার করুন।” বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, “স্বাস্থ্য ভবন কি তৃণমূলের পৈত্রিক সম্পত্তি? এখানে ২০-২২ জন বিধায়ক আর বিরোধী দলনেতাকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তৃণমূল আসার আগে এ বাড়ি হয়েছে। আর যারা ভিতরে রয়েছে তারা ট্যাক্সের টাকায় বেতন পান।” শুভেন্দু অভিযোগ করে বলেন, “জেট শিশু মারা যাচ্ছে। সদ্যজাত মারা যাচ্ছে। প্রসূতি মা মারা যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। হাসপাতালে বেড নেই। প্রাইভেট নার্সিংহোমে নো-এন্ট্রি বোর্ড লাগানো হয়েছে।”

বাঙালি শিখবে ‘স্প্যানিশ’, মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরের পর বড় ঘোষণা নবান্নের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ স্পেনে গিয়ে একের পর এক বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাণিজ্য থেকে শিক্ষা-একাধিক ক্ষেত্রে সমন্বয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে স্পেন। সেখান থেকে ফেরার পর আজ মঙ্গলবার বৈঠক বসেছিল নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফরের কী কী সাফল্য এসেছে, তা নিয়েই বৈঠক হয় এদিন। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন মুখাসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও শিল্প দফতরের সচিব বর্ণনা যাদব। বাংলার পত্নীরা যাতে স্প্যানিশ ভাষা শিখতে পারে, সে বিষয়ে কী উদ্যোগ নেওয়া হবে, তা এদিন বিস্তারিত জানিয়েছেন মুখাসচিব। স্পেন সরকারের ‘ইন্সট্রের জেনারেল অব ল্যাঙ্গুয়েজের’ গুইলেরমো এসক্রিবানো-ও-র সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই ভাষা নিয়ে সমন্বয় সাধনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মুখাসচিব এদিন উল্লেখ করেন, ইংরেজির পর স্প্যানিশ হল বিশ্বের সবথেকে বেশি প্রচলিত ভাষা। শিক্ষা থেকে ব্যবসা সব ক্ষেত্রেই এই ভাষার গুরুত্ব রয়েছে। তাই এই ভাষা শেখানোর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ক্যামাক স্ট্রিটে মিছিল করতে পারবেন গ্রুপ ডি প্রার্থীরা রাজ্যের আপত্তি খারিজ হাইকোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ ক্যামাক স্ট্রিট গ্রুপ ডি প্রার্থীদের মিছিলে আপত্তি জানিয়েও লাভ হল না। রাজ্য সরকারের আর্জি খারিজ করে ওই পথেই গ্রুপ ডি প্রার্থীদের মিছিল হবে বলে জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের দাবি, ওই রুটে একাধিক স্কুল রয়েছে। মিছিলের ফলে সমস্যা হতে পারে। যদিও মিছিলে স্কুলের সমস্যা হবে না বলে উল্লেখ করেন বিচারপতি। তিনি আরও বলেন, “এটি ধর্না নয়, এটি হল মিছিল।” রাজ্যের আবেদনের তার ভিত্তিতে আজ রাজ্যের কাছে নতুন রুট জানতে চেয়েছিল হাইকোর্ট। তা নিয়ে হলফনামা তলব করেছিলেন বিচারপতি। আদালতে এদিন রাজ্য এদিন হলফনামা জমা দিলে রাজ্যের আর্জি খারিজ করে দেন বিচারপতি। অর্থাৎ গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের মিছিলের পথ অপরিবর্তিত থাকল। হাইকোর্টের পূর্ব নির্ধারিত পথেই মিছিল হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। আগামীকাল রয়েছে প্রার্থীদের মিছিল। এনিয়ে প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। পরে মামলাকারীরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতির জয় সেনগুপ্ত আগামীকাল মিছিলের অনুমতি দিয়েছিলেন। নির্দেশ ছিল, বেলা ১টা থেকে মিছিল শুরু হবে এবং তা শেষ হবে বিকেল পাঁচটায়। থিয়েটার রোডের সংযোগস্থল থেকে মিছিল শুরু হবে। নিজাম প্যালেসের সামনে দিয়ে এক্সাইড মোড়ে এসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড এবং হাজার মোড় পর্যন্ত যাবে মিছিল। প্রথমেই দিকে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে মিছিলে রাজ্য সরকার। কিন্তু সোমবার আবার রাজ্য বিরোধিতা করে আদালতের দ্বারস্থ হয়। রাজ্যের বক্তব্য, ক্যামাক স্ট্রিটে মিছিল ঢুকলে সমস্যা হবে। এ নিয়ে বিবজ্ঞ প্রকাশ করেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তারপরে রাজ্য সরকারকে হলফনামা জমা দিতে বলেছিলেন বিচারপতি। বিচারপতির প্রশ্ন, “যখন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তখন কেন আপত্তি জানানো হয়নি? এখন কেন আপত্তি জানানো



হচ্ছে?” রাজ্যের কৌশলি যুক্তিতে জানান, ওই রাস্তায় শ্রী শিক্ষায়তন সহ চারটে স্কুল রয়েছে। এই স্কুলগুলি ক্যামাক স্ট্রিটের আশেপাশে রয়েছে। ফলে ছুটির সময় মিছিল গেলে সে ক্ষেত্রে তাদের অসুবিধা হতে পারে। যদিও মামলাকারীদের আইনজীবী দাবি করেন, ওই রাস্তায় বিশেষ একজনের অফিস রয়েছে। উল্লেখ্য সেখানে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস রয়েছে। তাই পুলিশ মিছিল ঢুকতে দিতে চাইছে না। যদিও কোনও ব্যক্তির অফিস সে বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেননি। পরে অবশ্য বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত বলেন, রাজ্যের তরফে যে চারটি স্কুলের কথা বলা হচ্ছে সেই স্কুলগুলি এই রাস্তায় নেই। ফলে তাতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে রাজ্যের আপত্তির ভিত্তিতে কোন রুটে মিছিল গেলে সুবিধা হবে তার ভিত্তিতে মানচিত্র উল্লেখ করে রাজ্যকে হল হলফনামা জমা দিতে বলেছে হাইকোর্ট। তার পরেই হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল।

৫৫০ কোটি বিনিয়োগ পানাগড়ে, দিশা দেখাচ্ছে ধানসেরি, শিল্লের ‘ভরা জোয়ার’ বাংলায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ সদ্য বিদেশ থেকে ফিরেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্প সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। তার মনেই সামনে এল শিল্প সংক্রান্ত নতুন আশার খবর। সূত্রের খবর, বর্ধমানের পানাগড়ে প্রায় ৪০ একর জায়গার উপর গড়ে উঠেছে এই পলি ক্লিন্স তৈরির কারখানা। রাজ্যের শিল্পায়নের টুপিতে নয়া পালক। ধানসেরি গোষ্ঠীর পলিক্লিন্স তৈরির কারখানা। এই কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ হাজার টন। অন্তত ২০০ জনের কর্মসংস্থান হতে পারে এই কারখানায়। পরোক্ষভাবে প্রায় ৩০০জন কাজ পেতে পারেন। সব মিলিয়ে ফের নতুন করে আশা জাগাচ্ছে ধানসেরি শিল্পগোষ্ঠী। একদিকে বিপুল বিনিয়োগ। অন্যদিকে কর্মসংস্থানও সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে এই শিল্পে বিনিয়োগের পরে আরও যদি নতুন উদ্যোগপতিরা আসতে শুরু করেন তবে আখেরে লাভ হবে বাংলায়ই। সূত্রের খবর, পানাগড়ের শিল্প তালুকে ম্যাটিং

ফাটিলইজার অ্যান্ড কেমিক্যালসের হাতে ৫০০ একর জমি রয়েছে। সেখানেই জায়গা নিয়েছিল ধানসেরি গোষ্ঠী। মূলত খাবার বা শিল্পের উপর যে মোড়ক দেওয়া হয় তারই কারখানা। প্রায় ৫৫০ কোটি টাকায় তৈরি এই শিল্প কারখানা। পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন শুরু হয়েছে। তবে বাণিজ্যিকভাবে উপাদন শুরু হতে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি হয়ে যাবে। পুজোর পরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এই কারখানার উদ্বোধন করতে পারেন। সেজন্য তাঁর কাছে সময় চাওয়া হয়েছে। তাই গোষ্ঠীর এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান সিকে ধানুকা পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন চালুর কথা ঘোষণা করেছিলেন। তবে এবার স্পেনে গিয়েও রাজ্য প্রশাসনের কর্তারা মিথ্যে শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। শালবনিতে শিল্প গড়ার কথা দিয়েছেন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। তবে তার মধ্যেই ধানসেরিকে ঘিরে নতুন আশার খবর। পুজোর আগে শুরু হতে পারে উৎপাদন।

এবার আর শুধু প্লেটলেট নয়, ডেঙ্গির খাবায় হার্ট-কিডনি-লিভার-ব্রেনও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ ক্রমেই ভয়াবহ হচ্ছে রাজ্যের ডেঙ্গি পরিস্থিতি। চলতি মরসুমে উবেগ বাড়াচ্ছে ডেঙ্গি এক্সপ্যান্ডেড সিনড্রম। এতদিন ডেঙ্গি হ্যামারেজিক ফিভার এবং ডেঙ্গি শক সিনড্রমের উপরই চিকিৎসকরা বিশেষ নজর দিচ্ছিলেন। তবে এ বছর একাধিক রোগীকে দেখার পর সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের একাংশ বলছেন ডেঙ্গি হ্যামারেজিক ফিভার বা ডেঙ্গি শক সিনড্রমের থেকেও মারাত্মক হ হচ্ছে এই ডিইএস। আর এর প্রবণতাও অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। চিকিৎসকরা বলেনছেন, ৭-৮ দিনের মধ্যে যে জ্বর থাকেও বেশি সময় ধরে জ্বর থাকছে। তার থেকেও চিন্তার বিষয় হল, ডেঙ্গি এক্সপ্যান্ডেড সিনড্রমে একাধিক অঙ্গ

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটছে। লিভার, ব্রেন, কিডনি, প্যানক্রিয়াসের পাশাপাশি কার্ডিয়াকের সমস্যাও হচ্ছে। চিকিৎসকদের মত, একটা সময় ডেঙ্গি মানেই মাথা ব্যথার কারণ থাকত প্লেটলেট। ডেঙ্গি হলেই প্লেটলেট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে চিন্তায় থাকতেন সকলে। সেই জায়গা থেকে এবার ডেঙ্গি নতুন করে ভাবাচ্ছে। চিকিৎসকরা বলছেন, একটা ভায়রাস দীর্ঘদিন ধরে থাকলে তার মিউটেশন হওয়া স্বাভাবিক। সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক জ্যোতির্ময় পাল বলেন, “যত দিন যাচ্ছে সেকেন্ডারি ডেঙ্গি বাড়ছে। এরমধ্যে ডেঙ্গি শক সিনড্রম ডেঙ্গি হ্যামারেজিক ফিভারের কথা জানতাম। একটাের শরীরের জল বেরিয়ে যায়, আরেকটাের প্লেটলেট কমে যায়। কিন্তু তবে এখন এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গি সিনড্রম



বাড়ছে। যা আমাদের ভাবাচ্ছে। আগে এটা এত পাওয়া যেত না। এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গি সিনড্রমে শরীরের মাল্টি সিস্টেম প্রভাবিত হয়। ব্রেন থেকে শুরু করে নানা অর্গান

প্রভাবিত হচ্ছে। একজন রোগীর একাধিক অর্গান একসঙ্গেও প্রভাবিত হচ্ছে। ফলে ক্রিটিকাল ডেঙ্গি বছর বছর বেড়েই চলেছে। অনেক কেসই পাচ্ছি যেখানে

হার্ট, কিডনি প্রভাবিত হচ্ছে। রোগীকে শুক্র করেছি। বর্তমানে রাজ্যে ২০০০ এর মত মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত। আগামী দিনে তা আরো কমবে। কাজেই আতঙ্কের কোন কারণ নেই।” মানুষকে সতর্ক থাকার এবং জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করার তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। মুখাসচিব জানিয়েছেন এবার অধাশহর এলাকা গুলিতে সব থেকে বেশি ডেঙ্গু সংক্রমণ ছড়িয়েছে। হাসপাতাল-নার্সিংহোমেরই ঘটনা, নাকি রাজ্যজুড়ে এই একই দাপট চলছে। অন্যদিকে এদিন রাজ্যের ডেঙ্গুর প্রকোপ সাফল্যে শুরু করেছে। আগামী সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে বলে মুখাসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী জানিয়েছেন। নবান্নে আজ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “দুসপ্তাহ আগে রাজ্যে ডেঙ্গু সংক্রমণ

কীভাবে আরও উচ্চাভিলাষী হওয়া যায়, সেই লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করা উচিত : এরিক গারসেটি

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক সম্পর্কে বিশেষ বার্তা গিলেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেটি। মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, কীভাবে আরও উচ্চাভিলাষী হওয়া যায়, সেই লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করা উচিত আমাদের। ভারতের পৌরহিত্যে জি-২০ বৈঠককে সফল আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ভারতের নেতৃত্ব, আমাদের দেখা সবচেয়ে সফল জি-২০ প্রদর্শন করেছে। ভারতের চতুর্দশ-২৬ মিশনের সাফল্য প্রসঙ্গে এরিক গারসেটি বলেছেন, চাঁদের অন্ধকার দিকে অবতরণ করা এবং এমন কিছু করা যা আগে মাত্র চারটি দেশ করেছে। এটি এত সুন্দর, যুক্তিসঙ্গত এবং সফলতার সঙ্গে করা হয়েছে।

মনমোহনকে জন্মদিনে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা প্রধানমন্ত্রীর



নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও প্রণীণ কংগ্রেস নেতা মনমোহন সিংকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে নিজের এঞ্জ হ্যান্ডলে (টুইট) প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি। শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীই

নিং, দেশের বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই এদিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ৯১-তম জন্মদিনে মনমোহন সিংকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বও। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাডগেও জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে। খাডগে এঞ্জ হ্যান্ডলে জানিয়েছেন, জন্মদিনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। রাজনীতিতে তিনি সরলতা, মর্যাদা ও করুণার এক বিরল উদাহরণ। তার সুস্বাস্থ্য, সুখ ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

গোটা দেশে বিজেপি-বিরোধী চেউ শুরু হয়েছে : সিদ্দারামাইয়া



মহীশূর, ২৬ সেপ্টেম্বর : গোটা দেশে বিজেপি-বিরোধী চেউ শুরু হয়েছে। দাবি করলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া। তাঁর মতে, গোটা দেশে বিজেপি-বিরোধী চেউ শুরু হয়েছে। কারণ, গত ৯ বছরে তাঁরা (বিজেপি) শুধু রাজনীতি করেছে এবং সমাজকে ভেঙে দিয়েছে। উল্লেখ্য, এনডিএ জোট ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে জয়ললিতার দল এআইএডিএমকে।

সোমবার বিবৃতি জারি করে এনডিএ ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে এআইএডিএমকে। এরই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান সিদ্দারামাইয়া। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এদিন জোর দিয়ে বলেছেন, বিগত ৯ বছর ধরে তাঁরা (বিজেপি) শুধু রাজনীতি করেছে এবং সমাজকে ভেঙে দিয়েছে। এই সত্য জানার পর অনেক দল পিছিয়ে গিয়েছে।

এনডিএ-র আসল শক্তি ছিল শিবসেনা : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২৬ সেপ্টেম্বর : এনডিএ-র আসল শক্তি ছিল শিবসেনা ও অকালি দল। জোর দিয়ে বললেন শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) সাংসদ সঞ্জয় রাউত। মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, এনডিএ-র আসল শক্তি ছিল শিবসেনা এবং অকালি দল। এই এনডিএ খুবই দুর্বল। শুধু এআইএডিএমকে নয়, ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে আরও দল বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের আগে দক্ষিণ ভারতে বা। দা। ধাক্ক। যেয়েছে বিজেপি। এনডিএ জোট ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে জয়ললিতার দল এআইএডিএমকে। সোমবার বিবৃতি জারি করে এনডিএ ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে এআইএডিএমকে। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে আলাদা ফ্রন্ট তৈরি করে নির্বাচনে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এআইএডিএমকে। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে সংঘাত চলছিল এআইএডিএমকে নেতৃত্বের। তার মধ্যেই এনডিএ ছাড়ার কথা ঘোষণা করল দলটি।

ভারতীয় সমাজকে নতুন দিশা দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রজি : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : বাংলার নবজাগরণের পুরোধা, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, বর্ণপরিচয়ের শ্রষ্টা, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম দিবসে তাঁকে অন্তরের অন্ত ঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার সকালে নিজের এঞ্জ হ্যান্ডলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জী, তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারা দিয়ে দাদসরের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে ভারতীয় সমাজকে একটি নতুন দিশা দিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও লেখেন, বিধবা বিবাহ প্রচলন ও নারীশিক্ষার জন্য তিনি যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাতে নারীজাতির সামাজিক অবস্থানের মান উন্নয়ন করে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছিলেন। এমন একজন মহান সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে জানাই প্রণাম।

ভারী বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত ভেলোর ও রানিপেটে, স্কুল বন্ধ



মোম্বাই, ২৬ সেপ্টেম্বর : ভারী ও একনাগাড়ে বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলায়। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ভেলোর ও রানিপেটে জেলায়। সেখানে প্রবল বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মঙ্গলবার ভেলোর ও রানিপেটে জেলায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। তামিলনা।ড়ুতে বৃষ্টি এখনই থামবে না, আবহাওয়া দফতর আরও বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে। সোমবার রাত থেকেই মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে মধুরাখামক, চ্যেয়ার, থিরুপুরুষ, থিরুকাল্লুকুন্ডম, চেন্দলপাট্টু ইস্ট কোর্সাল রোড এবং শোলিঙ্গনাঙ্কুরে। আইএমডি অনুসারে, পূদুচেরি এবং কায়াইকাল অঞ্চলেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষের দুর্বলতা বিষয়ক কর্মশালার পরিচালনা করল সিফরী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সিফরী, কলকাতা নিকরা প্রকল্পের একটি সমাপনী কর্মশালা অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং কৌশল উন্নয়নএর আয়োজন করে। প্রধান অতিথিরূপে, আটরি, কলকাতার অধিকর্তা ড. পি. দেউপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ এবং মাছ চাষিদের স্বাগত জানান সিফরীর অধিকর্তা এবং নিকরা প্রকল্পের প্রধান অধেষণ ড. বি. কে. দাস। ডাঃ দাস, দীর্ঘ ১২ বছর ধরে চলা এই নিকরা প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়গুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও কর্মশালার উদ্দেশ্যসবার



বিম্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রফেসর বি.বি. জানা, অভ্যন্তরীণ উম্মুক্ত জলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে সিফরী দ্বারা পরিচালিত কাজের প্রশংসা করেন। ডাঃ দে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমরা এখন ষষ্ঠ তম সমস্যা, তার সমাধান, এর ব্যাপারে চর্চা হয়। ভারতীয় নদী, প্লাবনভূমি, জলাভূমি এবং সারা দেশে উপকূলীয় জলাভূমিতে মৎস্য প্রজাতির প্রজনন, প্লাবনভূমি, জলাভূমির কার্বন সিকোয়েস্টেশন সম্ভাবনা এবং গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন মূল্যায়ন এর ব্যাপারেও চর্চা

টাকির ছোট্ট ক্ষুদের হাতে রূপ পাচ্ছেন মা দুর্গা

দুরন্ত বার্তা, ঢাকী, ২৬ সেপ্টেম্বর : দুই বাংলার মাঝে তিরতির করে বয়ে চলেছে ইছামতী, আর সেই নদীটিই দুর্গাপূজার দশমীর দিন হয়ে ওঠে দুই বাংলার



মিলনক্ষেত্র। এই নদীতে দুই বাংলার দুর্গা বিসর্জন দেবার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে অনন্য। তবে এই বিসর্জনের অভিজ্ঞতাই টাকির এক ক্ষুদের মধ্যে সৃষ্টির ভাবনার সূচনা করে। কথায় বলে শেষ বলে কিছু হয় না, শেষ থেকেই আবার শুরু হয় নব প্রানের। ঠিক সেই আক্ষরিক কথাগুলিই সত্যি হয়ে উঠেছে টাকির ছোট্ট কুণালের হাতে। টাকির কাহারপাড়ার বাসিন্দা কুণাল মণ্ডল। বাবা-মায়ের কাছে

বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির ষষ্ঠ বার্ষিক সভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি কলকাতা জেলা শাখার ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলে পূর্ব কলকাতার ফুল বাগানের মাহিষ্য ভবনে। বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির সভাপতি লোহারাম রায় পতাকা উত্তোলন এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই

দিল্লিতে জুয়েলারি দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতি

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : রাজধানী দিল্লিতে বাস। ও দুঃ সাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটল একটি জুয়েলারি দোকানে। দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির ভোগাল এলাকার ঘটনা। দোকানের মালিক সঞ্জীব জৈন জানিয়েছেন, আমরা রবিবার দোকান বন্ধ করেছিলাম এবং সোমবার ছুটির পর মঙ্গলবার যখন দোকান খোলা হয়, আমরা

দেখি গোটা দোকানে গুলো জমে আছে এবং স্টংক্রমের দেওয়ালে একটি গর্ত রয়েছে... আমরা মনে করছি দুহুতরীয়া সবকিছু লুট করে নিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির ডিসিপি রাজেশ দেও স্বীকার করেছেন, এটি একটি বড় ঘটনা।

মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির ডিসিপি রাজেশ দেও বলেছেন, এটি একটি বড়

আইসোটোপ বিশ্লেষণের মতো সর্বশেষ কৌশলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে অভ্যন্তরীণ মস্যা চাষ



সম্পর্কিত জলবায়ু সম্পর্কিত কাজ সিফরী-কে চালিয়ে যেতে হবে। প্যান্লে অলোচনায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিমেল অ্যান্ড ফিশারিজ সায়েন্স এবং সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফিশারিজ এডুকেশন, কলকাতার আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞরা প্রকল্পেরপ্রশংসা করেন এবং গবেষণা আউটপুট সম্পর্কে তাদের পরামর্শ দেন।কার্বন সিকোয়েস্টেশন এবং ক্লাইমেট ভলনারেবিলিটি ম্যাপিং নিয়ে সিফরীর করা কাজ দেখে বিশেষজ্ঞরা খুবই

আনন্দিতহন। তারা সোর্স-সিঙ্ক ডাইনামিকসকে অন্তর্ভুক্ত করে ভারতের জলাভূমির কার্বন সিকোয়েস্টেশন সম্ভাবনার উপর আরও বিস্তারিত কাজের উপর জোর দিতে বলেন এবং সিফরীর দ্বারা তৈরি বিদ্যমান কাঠামো ব্যবহার করে রাজ্যভিত্তিক বিশদ মানচিত্র তৈরি করার পরামর্শ দেন। উপকূলীয় জেলেদের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে সিফরীর উদ্যোগএর প্রশংসা করেন তারা। প্রত্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্য চাষীদের মধ্যে ‘জলবায়ু সহনশীল’ মাছ চাষ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেন। সুন্দরবন, মুর্শিদাবাদ, নলীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মাছ চাষীরা জলাভূমিতে মৎস্য চাষের জন্যসিফরীর ‘জলবায়ু সহনশীল’ প্রযুক্তি ব্যবহার করার অভিজ্ঞতালেনে এবং তাঁদের আয়বিস্তরণওয়ায় তাদের সন্তুষ্টপান্লে অলোচনার সময় সবাই কে বলেন। ইভেন্টের গুরুত্ব, এর প্রভাব এবং এর মাধ্যমে তৈরি হওয়া সম্পর্কের কথা পুনর্বক্ত করে এবং সমাপনী বক্তব্য দিয়ে সভাটি সমাপ্ত হয়। অংশগ্রহণকারীদের ভব্যাহতের প্রচেষ্টার জন্য তাঁদের সহযোগিতা এবং সমর্থন অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করা হয়।

বিশ্বভারতীর আবেদন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : বীরভূমের শান্তিনিকেতনে রাজ্য সরকারের হাতে থাকা রাস্তা বিশ্বভারতীকে আবার ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে উপাচার্য রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। শান্তিনিকেতন ও শ্রীমীকেন্দ্রনে মধ্যে সংযোগকারী প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটি এর আগে বিশ্বভারতীর অধীনে থাকলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার ২০২০ সালে সেই রাস্তাটি অগ্রিহন করে। পূর্ত দপ্তর তার দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে। এই রাস্তাটি আবার তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য উপাচার্য বিলুত চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন বলে নবাম সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য ইউনেস্কো সম্প্রতি শান্তিনিকেতনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের তকমা দেওয়ার পরেই বিশ্বভারতীয় কৃতৃপক্ষ রাস্তা ফিরে পেতে উদ্যোগী হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

জগৎবল্লভপুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর : হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, লরি ও ইঞ্জিন ভানোর সংঘর্ষে মৃত ১, জখম ৫। মঙ্গলবার জগন্মল্লভপুরের হাওড়া আমতা রোডের জগৎবল্লভপুরে দু’নম্বর পোলের সামনে লরি ও ইঞ্জিন ভানোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। জানা গেছে, জগৎবল্লভপুর থেকে ডোমজুড় যাওয়ার সময় ইঞ্জিন ভানকে উল্টেচাকা থেকে আসা একটি লরি ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। আহতদের মধ্যে দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

Name Change
 I TASMA BIBI MONDAL (OLD NAME), WIFE OF WASIM MONDAL, RESIDING AT MATIARI BAGAN PARA, PO-BANPUR, NADIA-741503. WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TACHHMA MONDAL (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/09/2023.THAT TASMA BIBI MONDAL AND TACHHMA MONDAL ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
 I. SHAIKH ABDUL HANNAN (old name) S/O SEKH ABDUL SOBHAN Presently residing at Gangarambati, PO-Champadangna, PS-Tarakeshwar, Hooghly, Pin-712401 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK ABDUL HANNAN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 23/09/2023. SHAIKH ABDUL HANNAN and SK ABDUL HANNAN both are same and one identical person.

ওয়াহিদা রহমান

পেশাদার দুনিয়াতেও', আরও লেখেন অনুরাগ ঠাকুর।১৯৩৬ সালের ১৪ মে ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন ওয়াহিদা। ১৯৫৬ সালে সিআইডি ছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তিনি সিনেমার জগতে প্রবেশ করেন। ১৯৫৭ সালে 'পেয়াস' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে পান জনপ্রিয়তা। এরপর রাঁট, সন্তর ও আশির দশকে তিনি ছিলেন হিন্দি সিনেমার তারকা অভিনেত্রী। তিনি সত্যজি রায়ের অভিনায় ছবিতও অভিনয় করেন।

রূপোর পদক

হানরাউট, ২৬ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমসের তৃতীয় দিনেও এল আরও একটি রূপোর পদক। এবার সেইলর ইভেন্টে নেহা ঠাকুর রূপো জিতলেন।

Name Change
 I, BIKASH KUMAR MISHRA (old name) S/O LATE RAM LAGAN MISHRA Presently residing at 20 ROUND TANK LANE, SHAN-TIKUNJ BLOCK B FLAT-102, HOWRAH, Howrah, 711101 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) VIKASH KUMAR MISHRA, vide an affidavit sworn before The No-tary Public at Kolkata on 26/09/2023. BIKASH KUMAR MISHRA and VIKASH KUMAR MISHRA both are same and one identical person.

Name Change
 I, ROJINA BIBI (old name) W/O SAKIR ALI MUFTI Presently residing at Chatta kalikapur thakurpukur maheshstala WB, 700140 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ROZINA BIBI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 26/09/2023. ROJINA BIBI and ROZINA BIBI both are same and one identical person.

Name Change
 I, ABUL HAI SANA (old name) S/O ABU HASAN SANA Presently residing at Shyamgang, PO-Harinkhola, PS-Arambagh, Dist-Hooghly, Pin-712415 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD ABUL HAI SANA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 25/09/2023. ABUL HAI SANA and MD ABUL HAI SANA both are same and one identical person.

Name Change
 I, MONI PAL (old name) D/O Santi Pal Presently residing at Trenching Ground Road, Post Harinavi, Rajpur Sonarpur(M), Harinavi, South 24 Parganas-700148 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MONI RANI PAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 26/09/2023. MONI PAL and MONI RANI PAL both are same and one identical person.

Name Change
 I, SHOUKAT HOSSAIN (old name) S/O SHAIK MANNON Presently residing at 79, Ripon Street, Kolkata-700016 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHAUKAT HUS-SAIN KHAN, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/09/2023. SHOUKAT HOSSAIN and SHAUKAT HUSSAIN KHAN both are same and one identical person.

Name Change
 I, TAPAN KUMAR KUNDU (old name) S/O Late Hemanta Kumar Kundu Presently residing at Vidyasagar Sarani, G.S.B. Road, PO & PS- Nimta, Dist-North 24 Parganas, Kolkata-700049 WB India, have changed my name to (shall henceforth be known as)TAPAN KUNDU, vide an affidavit sworn before The L.d. Judicial Magistrate at Class a Barrackpore on 17/01/2023. TAPAN KUMAR KUNDU and TAPAN KUNDU both are same and one identical person.

Name Change
 I, RANI KHAN (old name) W/O JAVED KHAN Presently residing at 2, Karm Box Row, Cossipore, PS-Chitpore, Kolkata-700002 Kolkata WB India, have changed my name to (shall henceforth be known as)RANI BEGAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 26/09/2023. RANI KHAN and RANI BEGAM both are same and one identical person.

Name Change
 I, RAJORSHI HAZRA CHOWDHURY (old name) S/O LATE TARAK NATH HAZRA CHOWDHURY Presently residing at 12, Town Shed Road, PO-Bhowbanipur, Kolkata-700025 WB India, have changed my name to (shall henceforth be known as)RAJOR-SHI HAZRA CHOUDHURY, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 25/09/2023. RAJORSHI HAZRA CHOWDHURY and RAJORSHI HAZRA CHOUDHURY both are same and one identical person.

Name Change
 I, Santosh Kumar Das (old name) S/O Rabindranath Das Presently residing at 27, Gobinda Khatic Road, Gobra Gorosthan Road, PO, G K Road, Kolkata - 700046 WB India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Santosh Das, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 26/09/2023. Santosh Kumar Das and Santosh Das both are same and one identical person.

Name Change
 I, MD BABUL ISLAM (old name) S/O MD BORHAN ALI SK Presently residing at Villi-PO- Chak Enayetnagar, PS-Bishnupur, Dist-24 Pgs(S), Pin-743503 VWB India, have changed my name to (shall henceforth be known as)MD BAGBUL ISLAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 26/09/2023. MD BABUL ISLAM and MD BAGBUL ISLAM both are same and one identical person.

Name Change
 I, SREYASEE ROY (old name) D/O SIBAJI ROY Presently residing at Sarbamangala Pally, North Malda, English Bazar, Malda, West Bengal-732101 WB India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SREYASEE RAY, vide an affidavit sworn before The No-tary Public at Kolkata on 25/09/2023. SREYASEE ROY and SREYASEE RAY both are same and one identical person.

Name Change
 I, SHIKA DAS (old name) W/O SAMIR RANJAN DAS Presently residing at 14, Thakur Ram Krishna Das, Rajmali Math, Haora, Howrah-711202 WB India, have changed my name to (shall henceforth be known as)SHIKHA DAS, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 26/09/2023. SHIKA DAS and SHIKHA DAS both are same and one identical person.

দুরন্ত বার্তা

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
বুধবার ৩০ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজী ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৭ চৈতন্যাব্দ, কলি ৫২১৪, সৌর ৮ আশ্বিন , চান্দ্র ২ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৫ শকাব্দ ২০৮০ বিক্রম সাব্দ, ২৫৭৭ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশ ৮ আশ্বিন ১৪৩০, ভারতীয় সিভিল ২৭ আশ্বিন ১৯৪৫, মৈত্রেয় ২ লাংবন, আসাম মুসলিম ২-রবিউল-আউয়াল-১৪৪৫ হিজরী সূর্য উদয় সকাল ০৫২৬১৫ এবং অস্ত বিকাল ০৫৩৪৫১। চন্দ্র উদয় সকাল ০৭০৩১৫(১৭) এবং অস্ত বিকাল ০৬৫৯২৫(১৭)। স্ক্রু পক্ষ । তিথি তৃতীয়া (জয়া) নক্ষত্র হস্তা সকাল ৬ ০৯৩২০৪ দং ৯৪৯২০ পর্যন্ত পরে চিত্রা করণ তৈলিল রাত্রি ০৯৪০০৪ দং ৪০৩৪২০ পর্যন্ত পরে গণ যোগ ব্রহ্ম অমৃতযোগ দিন ০৬১৪৫৫ থেকে - ০৯২৯১২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭২৯৪৮ থেকে - ০৮৪৪৩৯ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০৬২৬৩০ থেকে - ০৬১৪৫৫ পর্যন্ত, তারপর ১২৪৬৩০ থেকে - ০১৩৮০৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬২৩২২ থেকে - ০৭০৯৪৮ পর্যন্ত, তারপর ১১৫৪২১ থেকে - ০৩৩৪৫৪ পর্যন্ত। কুলিকবোলা দিন ০৩৫৭৪৩ থেকে- ০৪৪৬২২ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০৩৫৪০৪ থেকে - ০৩৫১২৯ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ০৯৫৯৩৪ থেকে - ১১৩৮৩৯ পর্যন্ত। কালবোলাদিন ১১৩৮৩৯ থেকে - ০১০১৪৩ পর্যন্ত। কারারাত্রি ১২৫৯৩৪ থেকে - ০২২৮২৯ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৪২৯৫৬১ (১২) ১ পদ, চন্দ্র ৬২৩৮০ (১৪) ৩ পদ,মঙ্গল ৫১৮১২৮ (১৩) ৩ পদ, বুধ ৪১৪২০৮ (১১) ১ পদ, বৃহস্পতি ০২২১৮৫৪ (২) ৩ পদ, শুক্র ৩১৭৫৮১ (৯) ১ পদ।শনি ১০৪৩৩২২ (২০) ৪ পদ, রাহু ০৪৩২২৯ (১) ২ পদ,কেতু ৬৪৩২২৯ (১৪) ৪ পদ, বৃহস্পতি বক্রি শনি বক্রি লগ্ন কন্যা রাশি সকাল ০৭৩৪৪৫ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ০৯৪৫৬৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১২০৪৪০ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০২০৯৫৯ পর্যন্ত। মকর রাশি দুপুর ২৬৫৫২ পর্যন্ত। কৃষ্ণ রাশি বিকাল ০৫৬০১৭ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৭০১৭০ পর্যন্ত। মেঘ রাশি সন্ধ্যা ০৮৪১৫৪ পর্যন্ত।
রাশিফল
মেঘ-সপ্তাহের প্রারম্ভে এই রাশির বাবসায়ীরা ব্যবসায় প্রচুর লাভ করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রেও ভাল কাজের সুযোগ আসবে। বৃষ-এই রাশির জাতক-জাতিকারা শান্তিপ্রিয় হওয়ার ফলে অশান্তি এড়িয়ে চলুন। পরিবারের সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন। মিথুন-কর্মক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতি ও সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। বাড়িতে শ্রুত অনুষ্ঠানের জন্য অর্থব্যয় হতে পারে। কর্কট- সপ্তাহের শুরুতে জীবিকার জন্য ভিনে রাষ্ট্রে যেতে হতে পারে। এই সময় এই রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যবসাও ভাল চলবে। সিংহ-জাতকের শরীর সপ্তাহের শুরুতে খুব একটা ভাল থাকবে না। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য মানসিক চাপ্লব্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। কন্যা-সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থব্যয় হতে পারে। নববিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন সুখকর হলেও কিছু সমস্যা থাকবে। তুলা-সপ্তাহের শুরুতে অহেতুক বিবাদের জন্য কর্মস্থানে বিতর্কনা। নিজের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য সপ্তাহের খরচ বাড়তে পারে। ষ্ণল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্িশিচক - সপ্তাহি টি সময় যোগ্যতিকভাবে চলবে। এই সময় আর্থিক উন্নতি খুব একটা আশা করবেন না। খরচ কমিয়ে সঞ্চয়ের দিকে মন দিন। ধনু-এই সপ্তাহে এই রাশির জাতক-জাতিকারা ভাগ্যের সহায়তা পাবেন। সন্তানদের পড়াশোনায় অন্যানন্দ ভাব থাকলেও পরীক্ষায় সাফল্যলাভ হবে। মকর-কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্য অধিক পরিশ্রম করতে হবে। পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে ভাই-বোনদের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য সম্পর্কচ্ছে হতে পারে। কুম্ভ-পুষ্টিশীল কাজে সাফল্যের জন্য সরকারি স্বীকৃতি পেতে পারেন। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় উন্নতির যোগ। মীন-দীর্ঘদিনের রোনাও সমস্যা এই সময় মিটে যেতে পারে। আর্থিক বিষয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেবেন।

দাসনগর-সহ পাঁচটি জায়গায় তল্লাশি চালালো সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিকে নিয়োগ মামলায় হাওড়ার দাসনগর-সহ পাঁচটি জায়গায় তল্লাশি চালায় সিবিআই। মঙ্গলবার সকাল থেকে এই তল্লাশি শুরু হয়। প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র বা ওএমআর শিট দেখে নম্বর দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি’ নামের একটি সংস্থাকে। সেই সংস্থারই কর্তা কৌশিক মাজিকে নিজাম প্যালেসে ডেকে পাঠিয়েছিল সিবিআই। তিনি হাফির হন সিবিআইয়ের কলকাতার এই দফতরে। তাঁকে ওএমআর শিট নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। ওই সংস্থার অফিস, গুলাম, এমনকি কর্তা, কর্মীদের বাড়িতেও মঙ্গলবার তল্লাশি চালায় সিবিআই। মামলার তদন্তকারী হিসাবে সিবিআইয়ের খোঁগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। টেবের ওএমআর শিট সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি ছিল তাঁর এজলাসে। মামলাকারীর অভিযোগ ছিল, ওএমআর শিটের ডিজিটাইজড ডেটা’য় অনেক ভুল রয়েছে। আদালতে যে ওএমআর শিটের তথ্য বলে যে নাথি পেশ করা হয়েছে, তা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য



করেছে, তা টাইপ করা তথ্য। আর সেই তথ্যে প্রশ্ন-উত্তরের অনেক বিকল্পেও ভুল রয়েছে। এ ব্যাপারে সিবিআইকে ভসনা করেই বিচারপতি বলেছিলেন, সিবিআই তো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নই করেনি। কী প্রশ্ন করবে সেটাও কি আমাকে বলে

ওএমআর শিট দেখার দায়িত্বে থাকা সংস্থার কর্তাকে নিজাম প্যালেসে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই।সিবিআই মনে করছে এখনও বহু তথ্য অজানা। সেই সমস্ত তথ্য গুলোকে একত্রিত করে তদন্ত করতে হবে।

ভ্গলিতে বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী পালন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিখাখালা,২৬ সেপ্টেম্বর : আজ ২৬ শে সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর ২০৩ তম জন্মবার্ষিকী হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকায় পালন করা হলো। হুগলির রিষড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সকালে রিষড়া মোড়ে অবস্থিত



বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে কর্মসূচি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিষড়া পৌরসভার শৌর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্র। রিষড়া পৌরসভার মেয়র পরিষদ সদস্য মনোজ সাউ, কাউন্সিলার উষা দেবী সাউ, প্রকাশ সাউ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এই প্রসঙ্গে পৌর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্র বলেন বিদ্যাসাগরের আদর্শকে পাথেরয় করে শুধুমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয় সামাজিক ক্ষেত্রেও এগিয়ে চলছে রিষড়া পৌরসভা। বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মালাদান করেন পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র। অন্যদিকে সিঙ্গুরের বাসুবাটি বিদ্যাসাগর গ্রামীণ মেলা কমিটি বন্ধীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি ও সাজের প্রদীপ পত্রিকার উদ্যোগে বাসুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিতে মালাদান আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,বাসুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দেবকুমার পালা। কবিতা পাঠে অংশ নেন প্রাক্তন শিক্ষক বিশুনাথ কর্মকার রমা মারি মনসা মালিক প্রমুখের। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সাজের প্রদীপ পত্রিকার সম্পাদক অনন্ত সাঁতরা। অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত শিযাখালা বেনীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মালা দিয়ে তাকে স্মরণ করা হয়।

ধৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের ফের চারদিনের পুলিশ হেফাজত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : চারদিনের পুলিশ হেফাজতের পর সোমবার ফের ধৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টকে সোমবার দুপুরে তোলা হয় আদালত। এদিন পুনরায় আরও চারদিনের পুলিশ হেফাজতের আদেশ দেয় আদালত। ভুয়ো সংস্থা খুলে প্রতারণার অভিযোগে কলকাতা থেকে ওই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে গ্রেপ্তার করেছিল হাওড়ার লিলুয়া থানার পুলিশ। গত বুধবার রাতে নরেন্দ্রপুর এলাকা থেকে লিলুয়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছিল তাঁকে। সূত্র মারফত জানা যায়, এক অনলাইন খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থার ডেলিভারি বয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি এক ভুয়ো কোম্পানি খুলে জাল নথি ও ভুয়ো কাগজপত্র বানিয়ে প্রতারণা করতেন। ওই যুবক লিলুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ধৃতের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে নরেন্দ্রপুর থেকে ওই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টকে পুলিশ গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। ধৃতকে চারদিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছিল। সোমবার ধৃতকে পুনরায় কোর্টে পেশ করা হয়। এদিন আরও চারদিনের পুলিশ হেফাজত হয়। প্রসঙ্গত, ট্রেড লাইসেন্স করাতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়েছিলেন অভিযোগকারী যুবক। অভিযোগ, তাঁর অজান্তেই তাঁর ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড ব্যবহার করে খোলা হয়েছিল ভুয়ো এক কোম্পানি। খোলা হয়েছিল দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও। এই ঘটনায় অভিযোগ ওঠে ওই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের বিরুদ্ধে। ভুয়ো কোম্পানি খুলে বছরে প্রায় কয়েক কোটি টাকা লেনদেন হয়ে বলে অভিযোগ। প্রচুর টাকার মুন্নাফা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি য়ার নামে কোম্পানি তিনি নিজেও জানতেন না এই ব্যাপারে। এই অভিযোগের তদন্তে নেমেই পুলিশ গ্রেফতার করে ওই অভিযুক্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে। বুধবার নরেন্দ্রপুর থেকে গ্রেফতার হন ওই ব্যক্তি।

রাইস মিল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন রাজ্যের

খাদ্য দফতর আগামী খরিফ মরশুমে রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে কেনা শন থেকে চাল উপাদানের জন্য রাইস মিল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবে। এই মর্মে দফতরের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, নতুন করে কোনও রাইস মিল এই কাজে নথিভুক্ত হয়ে চাইলে তার পুরনো রেকর্ড খতিয়ে দেখা বাধ্যতামূলক । খাদ্য দফতরের একটি নিষিদ্ধ পোচটোলে নথিভুক্তকরণের ব্যাপারে আবেদন করতে হবে। অন্য কোনো ভাবে আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না। কর্ণনও কোনও সরকারি সংস্থায় এই রানের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে কি না, তাও আবেদনের সময় জানাতে হবে। রাইস মিলগুলির কার্যক্রম খতিয়ে দেখতে জেলা স্তরে একটি করে বিশেষ কমিটি তৈরি হবে। তবে আগামী মরশুমে ওই মিলগুলি চাল উপাদনের দায়িত্ব পাবে কি না, তা ঠিক করবে জেলা পর্যায়ে সেই বিশেষ কমিটি। সরকারি খান নিয়ে চাল ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে অতীতে কোনও গাফিলতি রাইস মিল করছিল কি না, সে বিষয়ে কমিটি খতিয়ে দেখবে। রাইস মিলের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখবে ওই কমিটি।আবেদন খতিয়ে দেখার পর তা যাচাই করে দেখে রাইস মিল ছেে নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে খাদ্য দফতরে যে সব রাইস মিল নথিভুক্ত, তাদের রেজিস্ট্রেশন করাতে আর নতুন করে আবেদন জানাতে হবে না।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য কার্যালয়ে হয়ে গেলো প্রশাসনিক বৈঠক

শ্রেয়া আদক, ২৬ সেপ্টেম্বর : ডেঙ্গু প্রতিরোধে মঙ্গলবার সকালে হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য কার্যালয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকের নেতৃত্ব দেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যান পালন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অরুণ রায়। ওই বৈঠকে অন্যান্যদের উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক পি. ডিপাপ প্রিয়া, হাওড়ার সিএমওএইচ নিতাই চন্দ্র মন্ডল, হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, পৌরনিগমের কমিশনার ধবল জৈন, পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি সহ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং হাওড়া পৌর নিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা। সামনেই দুর্গাপুজো। পুজোর আগে কিভাবে এই ডেঙ্গুকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে সেই নিয়ে এদিন বিশদে আলোচনা হয়। এর পাশাপাশি এদিনের বৈঠকে ফ্রির হয়েছে দুর্গাপুজোর সময় সমস্ত পুজো কমিটির কাছে আবেদন জানানো হবে যাতে তারা ডেঙ্গু সচেতনতায় এগিয়ে আসেন।

এছাড়া আগামী ৩০ তারিখ হাওড়ার শর সদনে প্রায় ৪০০ ক্লাব কর্তাদের নিয়ে হাওড়া পৌরনিগম এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের প্রশাসনিক বৈঠক সম্পর্কে মন্ত্রী অরুণ রায় বলেন, সারা রাজ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। হাওড়া পৌরনিগম যা করছে চাইছে তা মানুষের স্বার্থে। মানুষের যাতে ক্ষতি না হয় সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। পুজোর সময় যাতে মানুষ ঠিক থাকেন সেই লক্ষ্যেই কাজ করা হচ্ছে। এর জন্য মানুষের সহায়তা প্রয়োজন। মানুষের সহযোগিতা ছাড়া এগোনো সম্ভব হয়না। কারও হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হলে, কাউকে হাসপাতালে ভর্তি নিচ্ছে না অথবা ডেঙ্গু রোগের যা যা সমস্যা তারজন্য হেল্প লাইন খোলা হয়েছে। সেখানে ফোন করলেই মানুষ পরিষেবা পাবেন। আগের বছরের তুলনায় এই বছর এখানে ডেঙ্গুর কেসের সংখ্যা অনেক কম। হাওড়া পৌরনিগম সঠিকভাবে কাজ করছে বলে ডেঙ্গুর রোগীর গ্রাফ এখন



হলে জমা জলের সমস্যা থেকে হাওয়াবাসী অনেকটাই মুক্ত হতে পারবে। হাওয়ার ড্রেনেজ ক্যানেল পরিষ্কার হওয়ার কারণে জল অনেকটাই জমছে না। এখন রাস্তা খুলেছে সেই রাস্তা তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। না হলে রাস্তা উঁচু হয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তার পার্শ্ববর্তী বাড়ি নিচু হয়ে যাচ্ছে। নর্দমা যাতে পরিষ্কার হয়, জল না

জমে, জল নিকাশি ব্যবস্থা যাতে ভাল হয় এইসব ব্যাপারে মানুষকে সচেতন থাকতে হবে। সমস্যা আছে। এর মধ্যেও এই সমস্যা সকলে মিলে কাটিতে হবে। ক্লাব, বাজার কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁদের যুক্ত করার মতো বিষয় আলোচনা করা হয়েছে এদিনের বৈঠকে। এদিনের ডেঙ্গু নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক সম্পর্কে ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, হাওড়া পৌরনিগমের ২৪ ঘণ্টা হেল্পলাইন হলো ৬২৯২২ ৬২৮৭০। পুজোর সময় স্বাস্থ্যকর্মীরা বিশেষ করে ডেঙ্গুর সঙ্গে যুক্ত ভেক্সর কম্‌টো-ল টিমের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। ডেঙ্গু নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হচ্ছে। এবার ৪ থেকে ৬টা বক্ষিণ্ড ওয়ার্ডে ডেঙ্গু কেস হয়েছে। এর মধ্যে ৬৯নং ওয়ার্ডে ডেঙ্গুর কেসের সংখ্যা বেশি। সেই জায়গায় হাওড়া পৌরনিগমের প্রাক্তন মেয়র পারিষদের সদস্য ছাড়াও স্থানীয় বিধায়ক সহ সকলে মিলে স্টিট কর্নার মিটিং করা হয়েছে। ওই এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীরা

ছাাও প্রায় ৬০ জনকে অতিরিক্ত নিয়োগ করা হয়েছে কাজ করার জন্য। ওই এলাকায় প্রতিদিন কাজ হচ্ছে। যে যে জায়গায় ডেঙ্গুর প্রভাব বেশি সেই জায়গায় অভিযান চালানো হচ্ছে। এটা জারি থাকবে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর হাওড়ার ৪০০টি ক্লাবকে শর সদনে ডাকা করা হয়েছে। ডেঙ্গু কেসের গ্রাফ নিম্নমুখী। গত বছরের তুলনায় হাওড়া শহর এলাকায় এই বছর হিসেব অনুযায়ী ডেঙ্গু কেসের সংখ্যা প্রায় ৭০০। মাসে সংখ্যা বাড়লেও বিশেষ অভিযানের ফলে ৩-৪ দিনের হিসেব অনুযায়ী সংখ্যা কমেছে। এখন ডেঙ্গু কেসের গ্রাফ নিম্নমুখী। ম্যালেরিয়ার কেসের সংখ্যা বেশি হাওড়া পুরনিগম এলাকার ২৯নং ওয়ার্ডে। বাকি ওয়ার্ডে এই রোগের কেসের সংখ্যা খুব বেশি কিছু নেই। ম্যালেরিয়াও এখন হাওড়া পুরনিগম এলাকায় নিয়ন্ত্রণে আছে।

মহাষ্টমীতে সরকারি এক্সিকিউটিভ বাসে চড়ে দেখুন কামারপুকুর-জয়রামবাটির পুজো

দুরন্ত বার্তা , কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : পুজো আসতে আর বেশীদিন নেই, আর পুজো মানেই হুইইই, আড্ড, আনন্দ আর ঠাকুর দেখা। শহর কলকাতা, হোক বা জেলা, ঠাকুর দেখার ক্ষেত্রে উৎসাহের কোনো খামতি থাকে না। তবে ঠাকুর দেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের পছন্দ বিভিন্ন ধরনের। কেউ চান কলকাতার ঠাকুর দেখেই পুজো পরিক্রমা সারতে, কেউ আবার পুজোর দিনে শহরের কোলাহল থেকে একটু দূরে নিরিবিলিতে সময় কাটাতে চান। কেই আবার এই পুজোয় উপস্থিত থাকেন বিশেষ কোনও মঠ বা মন্দিরে। সেক্ষেত্রে যারা কোনও ক্ষমণ্ডির বা মঠের দুর্গাপুজোয় কিছুটা সময় কাটাতে চান, তাঁদের জন্য দারুণ সুবহার দিল রাজ্য পরিবহণ দফতর।

শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রী শ্রী মা সারাদেবীর জন্মস্থান কামারপুকুর এবং জয়রামবাটির দুর্গাপুজো দেখার সুযোগ দিচ্ছে ডব্লিউবিটিস। মহাষ্টমী অর্থা আগামী ২২ অক্টোবর ২০২৩-এ বাসে করে ঘুরিয়ে দেখান হবে এই দুই পুজো। ওই দিন সকাল ৪টো ১৫ মিনিটে একটি এক্সিকিউটিভ বাস ছাড়বে বারাসত থেকে, অপর একটি এক্সিকিউটিভ বাস ছাড়বে জোর ৫টায়



কামারপুকুর। নন এসি বাসটিতে ৫ বছর ও তার বেশি বয়সীদের জন্য বারাসত থেকে পাড়া পড়বে জনপ্রতি ৭০০ টাকা এবং এসপ্লানেনড থেকে পড়বে ৬০০ টাকা। বাসে যাতায়াতের পথে হালকা ম্যাক্স চা এবং কফি পরিবেশন করা হবে। চাইলে এই প্যাকেজের জন্য বুকিং করতে পারবেন অনলাইনেই। সেক্ষেত্রে www.wbt-t

conline.in ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেন। এছাড়াও বিভিন্ন বাস ডিপো, বাস টার্মিনাস ও পরিবহণ থেকেও বুকিং করতে পারেন নিজের আসন। প্রতিটি বাসেই থাকবে প্রাথমিক



চিকিৎসার সরঞ্জাম। প্রসঙ্গত, কলকাতার বড় পুজোগুলির পাশাপাশি গ্রাম বাংলার বনেদি বাড়ির পুজো দেখানোরও ব্যবস্থা করেছে ডব্লিউবিটিস। এর ফলে যারা কলকাতার ঠাকুর দেখতে চান, তাঁরাও যেমন সুযোগ পাবেন, আবার যারা একটু শান্ত পরিবেশে পুজো কাটাতে চান, তাঁদেরও ইচ্ছ পূরণ হতে চলেছে এ বছর।

দক্ষ মুখ, গলার নলি কাটা, বসিরহাট সীমান্তে যুবতীর দেহ উদ্ধার

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৬ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার সাতসকালে কাকরোল থেত থেকে এক যুবতীর দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গুনরাজপুর গ্রামে। মৃতের মুখ দক্ষ, গলার নলি কাটা। মৃতদেহের পাশ থেকে মোবাইল ফোন এবং চশমা উদ্ধার হয়েছে। বসিরহাটের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুনরাজপুর গ্রামে এই ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে নেমেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। তবে মৃত যুবতীর পরিচয় নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তাঁকে কি যৌন নির্যাতনের পর এভাবে খুন করা হয়েছে? উঠছে সেই প্রশ্নও। ঘটনাস্থল বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুনরাজপুর গ্রাম। মঙ্গলবার সকালে

চামের কাজে যাওয়া স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান, একটি কাকরোল থেতের পাশে বছর উনিশের এক যুবতীর রক্তাক্ত



মৃতদেহ। দেখা যায়, তাঁর গলার নলিটি কাটা। পাশাপাশি তাঁর মুখে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃতদেহের পাশ থেকে চশমা, মোবাইল ফোন পাওয়া গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া চশমাটি বাংলাদেশি

বলে প্রাথমিক অনুমান। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের গোবিন্দপুর গ্রামে। ঘটনাস্থলে স্বরূপনগর থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট উদ্ধার করে হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে। ওই যুবতী কি রাতের অন্ধকারে সীমান্ত রক্ষীদের নজর এড়িয়ে এদেশে ঢুকছিল? নাকি এপাড় থেকে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢেকার চেষ্টা করছিল? তাহলে কি দালালের খপ্পরে পড়ল? তাঁর মৃত্যু নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। যুবতীর মৃত্যুর ঘটনাটি ব্যাটএফের ১১২ নম্বর বাটএসিগনের সীমান্তের আধিকারিকদের স্বরূপনগর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Exe. Engr. (C)/Br.-XIII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/XIII/115/17/23-24 (1st Call) Name of Work: Restoration of Banerjee Para Road & Taramoni Ghat Road disturbed due to U/G sewer line by KLEIP by laying of hot-mix in Ward No.-115. Work Value: ₹ 3,43,759.31. Earnest Money: ₹ 6,900.00. Period of completion: 40 Days. Last Date and Time of submission of Bid: 05.10.2023 (Upto 11 a.m.). Tender will be opened on: 07.10.2023 (11 a.m.). (2) NIT No.: KMC/XIII/120/018/23-24 (1st Call) Name of Work: Maintenance of road at Satyen Road and D.H. Road Bye Lane near Pr. No.-26, 26A & 559G, 561 etc. by C.C. pavement in Ward No.-120, Br.-XIII. Work Value: ₹ 3,48,801.34. Earnest Money: ₹ 7,000.00. Period of completion: 30 Days. Last Date and Time of submission of Bid: 07.10.2023 (Upto 11 a.m.). Tender will be opened on: 09.10.2023 (11 a.m.). The bid forms and other details are available on and from 27.09.2023 (From 5 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2). The Exe. Engr. (C)/Br.-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/XIV/128/023/23-24/R (1st Call) Name of Work: Development of C.C. passage at 72/2 to 9 Dr. A. K. Paul Road and 38 B. S. Sengupta Bye Lane in Ward No.-128. Work Value: ₹ 2,43,387.80. Earnest Money: ₹ 4,900.00. (2) NIT No.: KMC/XIV/128/020/23-24/R (1st Call) Name of Work: Construction of U/G sewer line at Basudevpur Bye Lane near Pr. No.-122/4 & 6/7 in Ward No.-128. Work Value: ₹ 2,68,681.79 Earnest Money: ₹ 5,400.00. Period of completion: 25 Days (For Sl. No. 1 & 2). Last Date and Time of submission of Bid: 07.10.2023 (Upto 11 a.m.). (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: 09.10.2023 (11 a.m.). (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 27.09.2023 (From 5 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2). The Exe. Engr. (C)/Br.-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works: (1) NIT No.: KMC/E.E(C)/Br.-XVI/142/027/23-24 Name of Work: Construction of cement concrete road at Netaji Pally near House of Badan Makhal in Ward No.-142, under Br.-XVI, KMC. Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ 4,74,968.37. Earnest Money: ₹ 9,500.00. (2) NIT No.: KMC/E.E(C)/Br.-XVI/143/025/23-24 Name of Work: Construction of C.C. road at 12 Feet Chittaranjan Sarani near Pre. No.-18/83 in Ward No.-143. Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ 4,94,761.25. Earnest Money: ₹ 10,000.00. (3) NIT No.: KMC/E.E(C)/Br.-XVI/142/024/23-24 Name of Work: Construction of cement concrete road at Ramjibanpur near House of Gour Makhal in Ward No.-142, under Br.-XVI, KMC. Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ 4,97,395.97. Earnest Money: ₹ 10,000.00. Period of completion: 30 Days (For Sl. No. 1 to 3). Last Date and Time of submission of Bid: 05.10.2023 – 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3). The Tender will be opened on: 07.10.2023 – 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are	available on and from 27.09.2023 (5 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3). The D.G. (Civil), KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works: (1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br.-XII/333/022/23-24/R Name of Work: Supplying and spreading of silver sand infront of different Puja Pandals viz. Roynagar, Ramakrishna Pally, Chirantani Park, Rifle Club, Sahapara, Friends 11, Anandapally etc. in Ward No.-112, 113, 114 under Br.-XI. Estimated Amount (including GST and CESS): ₹ 1,74,364.35. Earnest Money: ₹ 3,600.00. Period of completion: 120 Days. (2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br.-XII/333/015/2023-24/R Name of Work: Supplying and spreading of silver sand at East Road, Rani Rashmoni Bagan, Bidhan Colony, Viveknagar, Middle Road, Garfa etc. infront of different Puja Pandals in Ward No.-103 & 104 under Br.-XI. Estimated Amount (including GST and CESS): ₹ 1,28,635.30. Earnest Money: ₹ 2,600.00. Period of completion: 60 Days. (3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br.-XI/110/044/2023-24/R Name of Work: Supplying and spreading of silver sand infront of different Puja Pandals viz. Brij Kishore Sangha, Melar Math, Santidoot etc. in Ward No.-110 & Kamdahari Purba Para, Bidhan Pally etc. in Ward No.-111. Estimated Amount (including GST and CESS): ₹ 1,28,659.34. Earnest Money: ₹ 2,600.00. Period of completion: 21 Days. (4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br.-XI/111/032/2023-2024/R Name of Work: Maintenance of Road by laying cement concrete at different places of Atabagan and Bye Lane of Boral Main Road in Ward No.-111, Br.-XI. Estimated Amount (including GST and CESS): ₹ 2,99,817.95. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of completion: 30 Days. (5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br.-XI/112/026/23-24/R Name of Work: Patch repairing surrounding Puja Pandals and its approach at Jublee Park, Shib Mandir, Norhan Park etc. in Ward No.-112. Estimated Amount (including GST and CESS): ₹ 2,96,535.82. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of completion: 60 Days. (6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br.-XI/114/037/23-24/R Name of Work: Patch repairing surrounding Puja Pandals and its approach at Anandapally West, Ramkrishna Santi Sangha, Battala Milan Sangha, Unnayan Samity etc. in Ward No.-114. Estimated Amount (including GST and CESS): ₹ 2,99,634.14. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of completion: 60 Days. Last Date and Time of submission of Bid: 09.10.2023 – 12 Noon (For Sl. No. 1 to 6). The Tender will be opened on: 11.10.2023 (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from 29.09.2023 (5 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6). CORRIGENDUM NIT No.: KMC/XIII/118/022/23-24/C (1st Call) of Engg. Deptt.(C), Br.-XIII published in this Newspaper (Key No.-718/23-24) on 13.09.2023. Last date and time of submission of bid of Sl. No. 2 will be 30.09.2023 upto 11 a.m. instead of 23.09.2023 upto 11 a.m. & Tender will be opened on 03.10.2023 at 11 a.m. instead of 25.09.2023 at 11 a.m. (789/23-24)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৯৮ সংখ্যা, বুধবার, ৯ অশ্বিন ১৪৩০

চিনের বিপরীত নীতি ভারতের

ভারতের চিন নীতিই হল শান্তিপূর্ণতা। এই নীতি গ্রহণ কর়েই ভারত চিনের দিকে ধাবমান হতে চায়। চিনের আগ্রাসী নীতির প্রতিবাদ করতে শুরু করেদিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এখনও পর্যন্ত চিনের ব্যাপারে কোনও রকমভাবে মুখ খুলতে চাইছেন না। তিনি মাত্র একটি বার বলেছেন চিনের নাম না করে বলেছেন, বিশ্বে এখন আগ্রাসন নীতি নিয়ে

কোনও রাষ্ট্র যটি চলেতে চায় তাহলে তার পতন অনিবার্য। বর্তমান যুগটা শক্তির যুগ নয়। বর্তমান যুগটা হচ্ছে সহযোগিতার যুগ। এই মুহূর্তে চিনের বিরুদ্ধে ভারত সরকার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায় না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখলকে প্রাধান্য দিতে চান মোদি। সেই কারণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এখন চিনের বিরুদ্ধে কোনও রকমভাবে মুখ খুলতে চাইছেন না। চিন লাদাখের কতখানি ভারতের জমি অধিকার করে রয়েছে তা নিয়ে কোনও রকম মন্তব্য করতে চাইছেন না প্রধানমন্ত্রী মোদি। তার ওপরে হঠাৎ করে চিনের আগ্রাসন নথি একে বারে হাওয়া হয়ে গেল। এটার পেছনে কৌশল নিশ্চয় রয়েছে। সেই কৌশলটা হচ্ছে এখন চিনকে একেবারে চটাতে চাইছে না ভারত। মোদির সঙ্গে যে চিনের সোয়ারম্যানের সেলনা কৃনীতি করেছেন সেখানে কি কথা হয়েছে তা তিনি বক্তব্য পেশ করেননি সাংসদে। চিনের নাম করে আগ্রাসন নীতি নিয়ে একটি কথাও বললেন কেন মোদি তা নিয়ে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা সোচ্চার। তাঁরা মনে করতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে চিনের সঙ্গে কূটনৈতিক সংঘাত থাকলেও সরাসরি কোনও রকম যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হোক সেটা চায় না মোদি সরকার। চিনকে আর্থিক দিক দিয়ে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু চিনের সঙ্গে আলোচনার পথটাকে খোলা রেখে দিয়ে চাইছেন মোদি। তিনি কোনও সময়ে চিনের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করে কোনও কথা বলতে একেবারে রাজি নন। সেটা প্রমাণ পাওয়া য়াচ্ছে প্রতিটি পদক্ষেপে। চিনের আর্থিক করিডর নিয়ে ভারত কোনও কথা বলেনি। শুধু চিন সরকারকে জানিয়েছিল যে চিন যেখানে আর্থিক পরিবহন তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে সেটা ভারতের অংশ। পাকিস্তানের অংশ নয়। পাকিস্তান আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে ভারত থেকে কাশ্মীরের কিছু অংশ ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন ভারত পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে দখলে নিয়ে আসতে চায়। এতেই পাকিস্তান একেবারে ক্ষিপ্ত। তার ওপরে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার অবলুপ্ত করে দিয়ে কাশ্মীরটাকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে নিল ভারত সরকার। কাশ্মীর থেকে লাাদাখকে একেবারে আলাদা করে ফেললা ফলে আজকে কাশ্মীর দ্বিখণ্ডিত। লাাদাখ আলাদা হয়ে যাওয়ার ফলে পাকিস্তান এখ খুবই মুশকিলে পড়ে গিয়েছে। পাকিস্তান এখন আবার পাল্টা চিন দিতে শুরু করে দিয়েছে। তারা কাশ্মীর, লাাদাখ এবং গুজরাতকে পাকিস্তানের অংশ বলে তাদের মানচিত্রে ধরে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আসলে এই সব হচ্ছে পাল্টা চাপের কৌশল। ভারতকে চাপে রাখার কৌশল বলা যেতে পারে। কিন্তু ভারত যে পাল্টা চালকে বেগলে পরিশ্রম করে দিতে পারে সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে জাতিয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা দোভালের কৌশল দেখে বুঝতে পারা যাবে। এখনও পর্যন্ত দোভাল কী পদ্ধতি গ্রহণ করে পাকিস্তানকে কন্ডা করার চেষ্টা করছেন তা কারোর কাছে স্পষ্ট নয়।

একনায়কতন্ত্রের মৃত্যু হবে!

বাস্তব থেকে বিল্ম্য বা চলচ্চিত্র তৈরি হয়। বাস্তবে যা ঘটে সেটাই পরবর্তীকালে বিল্ম্য বা সিনেমা তৈরি হয়ে থাকে। চার্লি চ্যাপলিন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ‘দ্য গ্রেট ডিক্টেটর’ সিনেমাটি নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে চার্লি দেখিয়েছেন একনায়কতন্ত্রের পতন

ঘটেছে। নাৎসী নেতা হিটলার যে স্বপ্ন দেখে ছিলেন তা কিন্তু বাস্তবে পরিণত হয়নি। কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিরাট পর্দায় ভেসে উঠল একজনের মুখ। তিনি হচ্ছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জ্লাদিমির জেলেনস্কি। সেখানে তিনি সবার কাছ থেকে জানতে চাইলেন আজকে ইউক্রেনে যা ঘটছে তা কিন্তু ‘চার্লি দ্য গ্রেট ডিক্টেটর’ বা ব্র্যাকসিন বোর্ড কপোলার ‘অ্যাপোক্যালিপস নাইট’ ছবি থেকে কি কিছু কম? ইউক্রেনে রাশিয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে শুরু করে দিয়েছে। নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করছে। গোটা ইউক্রেনকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার যজ্ঞত্ব করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। কয়েক লক্ষ ইউক্রেন বাসিন্দারা আজকে শরণার্থী হয়ে শিবিরে বসবাস করছে। তারা আমেরিকাসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাহায্য নিয়ে খাবার খাচ্ছে। ঘর বাড়ি তারে থেকেও আজকে কিছুই নেই। রাস্তায় শুয়ে দিন কাটাতে শুরু করে দিয়েছে। ১৯৪০ সালে চার্লি চ্যাপলিন ‘দ্য গ্রেট ডিক্টেটর’ ছবি নির্মাণ করেছিলেন। সেই ছবিতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে একনায়কতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে এসে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, একনায়কতন্ত্রের মৃত্যু হবে। মানুষের যে ক্ষমতা ওরা কেড়ে নিয়েছিল তা আবার মানুষের হাতে ফিরে আসবে। যতদিন মানুষের মৃত় রয়েছে ততদিন স্বাধীনতা কখনও ধ্বংস হবে না। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, আমাদের নতুন চার্লি চ্যাপলিন প্রযোজনা করছেন এ যুগের চলচ্চিত্র নির্বাক নয়। সবাক। মনে রাখবেন কথাটা। গোটা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে কবচালিতে ফেটে পড়ে। সবাই জেলেনস্কিতে ধন্যবাদ দিতে থাকে। যুদ্ধের প্রতিবাদে এবারে কান চলচ্চিত্র উৎসবে রাশিয়াকে প্রবেশ করতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তার ফলে রুশ কোনও ছবি সেখানে দেখানো হচ্ছে না। বারো দিন ধরে কান চলচ্চিত্র উৎসব পালন করা হবে।

	কালী সাধক রামপ্রসাদ আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বর্হিপ্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা নারীদের একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মা তারাপিঠই হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। শ্যামা ভবতারণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা কালী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মাতা। শশ্মান্যচারিনী মাতা।
--	--

মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড হত্যা ষড়যন্ত্র মামলা ক্ষুদিরামের প্রথম স্বীকারোক্তি

রবীন্দ্র কুমার শীল

“আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু। আমি মি. কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্যে পাঁচ-ছ’দিন আগে কলকাতা মজঃফরপুরে আসি। স্টেশনের কাছে ধর্মশালায় উঠেছিলাম। আমার সঙ্গে অন্য একজন এসেছিল। তার নাম দীনেশচন্দ্র রায়। দীনেশ আমাকে বলেছিল তার বাড়ি বাকিপুরে। হাওড়া স্টেশনে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। এর আগে আমি তাকে কখনও দেখিনি। সেও একই উদ্দেশ্যে এসেছিল। আমরা একসঙ্গে আসি। আমি স্বেচ্ছায় এসেছিলাম। ‘সদ্ব্য’, ‘হিতবাদী’ প্রভৃতি খবরের কাগজে প্রকাশিত খবর পড়ে হত্যার সিদ্ধান্তে উপনীত হই। ..মি. কিংসফোর্ডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ না থাকলেও সে কয়েক ব্যক্তিকে জেলে পাঠিয়েছিল, সেজন্য তাকে হত্যা করার সংকল্প করি।.. দীনেশকে এ কাজে কেউ প্ররোচিত করেছে কিনা আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিনি। হঠাৎ ট্রেনে তার সঙ্গে দেখা হয় এবং আমি আলাপ শুরু করি। আলাপ-আলোচনার সময় পরস্পর পরস্পরের কাছে নিজ নিজ উদ্দেশ্য প্রকাশ করি। ...ধর্মশালায় ৫৬ দিন বসে আমরা খুনের সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। ২৩ দিন বাইরে গিয়ে মি. কিংসফোর্ডের বাংলা দেখে এলাম। যখন সন্ধ্যার সময় বাইরে বেরোত তখনও আমরা তার উপর তীব্র নজর রাখতাম। সকালে তাকে কখনও বাইরে যেতে দেখিনি। আমি একবার তার এজলাসে গিয়ে তাকে দেখে এসেছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল, রিভলভারের গুলিতে তাকে শেষ করে দিই। আমার সঙ্গে দুটো রিভলভার ছিল। (রিভলভার দুটি দেখিয়ে) হ্যাঁ, এ দুটোই বটো। দীনেশের সঙ্গে ছিল একটি রিভলভার, একটা বোমা। সে বোমা তার সঙ্গে রেডি করে এনেছিল। ধর্মশালায় সে বোমাটা তৈরি করে নাই.. দীনেশ আমাকে বলেছিল, সে বোমা তৈরি করতে পারে। কিন্তু ওই বোমাটা সে কোথা থেকে এনেছিল তা আমায় বলেনি। বোমাটা ছিল টিনের, দেখতে গোলাকার।- এত বড়ো (নিজের হাতে ৩-৪ ইঞ্চি পরিধি দেখিয়ে)। ...আমরা ধর্মশালায় একটা গ্লাভস্টোন ব্যাগের মধ্যে আমাদের কাপড়চোপড় ও অন্যান্য জিনিসের মধ্যে বোমাটা রেখেছিলাম। আমি টিনের বাস্কটব বোমাটা নিয়ে গিয়েছিলাম। গতরাতিতে সুযোগ ২৫ টাকা এবং অন্যটির দাম ১৫ টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম। এই ঘড়ি, এই রেলওয়ে টাইম টেবিল, এই মোমবাতি, দেশলাই ও এই ম্যানিবাগটি (জিনিসগুলি একে একে

দেখিয়ে) আমার। এই টিনের বাস্কটি আমার- এরই মধ্যে বোমাটি রাখা ছিল। এর মধ্যে যে কাপড়ের টুকরোখানা আছে, তাতেই বোমাটা জড়ানো ছিল। এটা দীনেশের চাদর ছিঁড়ে পেয়েছিলাম। আমি আমার সব কথা বলেছি। যা বলেছি সব সত্য এবং স্বেচ্ছায় বলেছি।” নিচে বাংলায় সই করেছেন শ্রীক্ষুদিরাম বসু। আর ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. সি উডম্যান সই করার আগে লিখেছেন যে তাঁর মতে এই স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছায় করা হয়েছে এবং তা যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ক্ষুদিরামকে এই স্বীকারোক্তি পড়ে শোনানো হলে উডম্যান আবার সই করেন। তারও নিচে সই করেছেন (অস্পষ্ট সই) জনৈক অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সইয়ের তারিখ প্রথম দুটি ১.৫.১৯০৮ এবং শেষেরটি ২.৫.১৯০৮। (১ মে, ১৯০৮ সালে উডম্যানের কাছে প্রদত্ত ক্ষুদিরাম বসুর স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি।) তবে সবাই বলতে শুরু করে দিয়েছে যে এই স্বীকারোক্তি ক্ষুদিরামের নয়। তবে যদিও এটা ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি হয় তাহলে সব কথা সে বলেনি। তখনও ক্ষুদিরাম জানেন না যে প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়েছেন বা আত্মহত্যা করেছেন। প্রফুল্ল চাকীর আসল নাম তাঁর জানা ছিল না। বিপ্লবী সবাই তখন নকল নামে সকলের কাছে পরিচিত হতো। তবে ক্ষুদিরাম চাইছিল না যে প্রফুল্ল চাকীর কোনও ক্ষতি হোক তাই ক্ষতি হতে পারে এমন কোনও মন্তব্য থেকে তিনি বিরত ছিলেন। সেই কারণে বারবার তিনি বলেছেন যে বোমাটি তিনিই ছুঁতেছেন। বোমা ছোঁড়ার ব্যাপারে প্রফুল্ল চাকীর কোনও হাত ছিল না। মি. কিংসফোর্ডকে হত্যা করার তাঁর প্রবল বাসনা জেগেছিল। সেই কারণে প্রফুল্ল চাকীর বোমা ছোঁড়ার দায়িত্বটা ক্ষুদিরাম নিজেই বহন করেছিলেন তা তাঁর দেওয়া স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে হত্যার প্রচেষ্টা এবং হত্যার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের জেরায় সমস্ত অভিযোগ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ক্ষুদিরাম পরে দ্বিতীয় জবানবন্দি দিয়েলেন। দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন দুইজন নরীহ মহিলার মৃত্যু ঘটানোর জন্যে। প্রথম জবানবন্দির মধ্যে দিয়ে পরিস্কার জানতে পারা গেল যে বোমাটি ছুঁতে ছিলেন ক্ষুদিরাম স্বয়ং। বিচার শুরু হওয়ার আগে ২৩ মে, ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরের প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ই. ডব্লু. ব্রৌহাউড-এর কাছে ক্ষুদিরাম দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। কারণ ইতিমধ্যে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে দীনেশ (প্রফুল্ল চাকী) আত্মহত্যা করেছেন। ৩ মে দীনেশের



মৃতদেহ শনাক্ত করেছেন। ক্ষুদিরামের বাংলা স্বীকারোক্তি এদিন ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মানসরঞ্জন সেন। ক্ষুদিরাম এদিন দীনেশের মৃতদেহের ছবি, দুজনের ব্যবহৃত জুতো, যে গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিলেন তার নকসা প্রভৃতি শনাক্ত করেন। শনাক্ত করেন দীনেশের চাদর, নিজের কার্তুজগুলি, মোমবাতি, ছেঁড়া টাইম টেবিল সব কিছু পুনশ্চ। মজঃফরপুরের ক্ষুদিরামের উকিল উপেন্দ্রনাথ সেন মামলার সব কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না বটে। তবে তিনি ঘটনার দিন রাতের বেলায় উকিলদের একটি আড্ডায় যোগ দিয়েছিলেন। তিন তাঁর ‘ক্ষুদিরাম’ রচিত বইটিতে লিখেছেন-“মজঃফরপুরে আমাদের উকিলদের একটি ছোট আড্ডা ছিল। আমরা প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে একত্র হইয়া গল্প করিতাম, রাজা-উজির বধ করিতাম। পরনিশা ও পরচর্চাও যথেষ্ট হইত, আর হইত রাজনীতিক বিতর্ক। ইংরেজী ১৯০৮ সাল, বাংলা ১৩১৫। সেদিন ১৭ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার ৩০এ এপ্রিল, অমাবস্যা। রাত্রি প্রায় আটটার সময় একটা ভীষণ শব্দে আমরা সকলেই চমকিয়া উঠিলাম। অমন আওয়াজ আর শুনি নাই। কেহ বলিল, রেল-স্টেশন দুই ইঞ্জিনে ঠোকটুকি হইয়া থাকিবে। কেহ বলিল, কোন বয়লার ফাটিয়া গিয়া থাকিবে। আড্ডা শেষ করিয়া আমরা যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।... তাঁহার সঙ্গে আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত হওয়া দেখি কাঠগড়ায় দাঁড়ইয়া রহিয়াছে একটি ১৫-১৬ বছরের প্রিয়দর্শন বালক।

এতগুলি বাঙালি উকিল দেখিয়া ছেলোটি মৃদু মৃদু হাসিতেছে। কি সুন্দর চেহার। ছেলোট।র। রক্ত শ্যামবর্ণ, কিন্তু মুখখানি চিত্তাকর্ষক যে দেখিলেই স্নেহ করিতে ইচ্ছ। করিবে।... ভোর ছটায় ফাঁসি হইবে। পাঁচটার সময় আমি গাড়ির মাথায় খাটিয়াখানি ও আবশ্যকীয় সংকারের বস্তাদি রইয়া জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, নিকটবর্তী রাস্তা লোকে দিলে কারণ্য। ফুল লইয়া বহু লোক দাঁড়ইয়া আছে। সহজেই আমরা দুইজনে জেলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঢুকিতেই একটি পুলিশ কর্মচারী প্রশ্ন করিলেন, ‘বেঙ্গলী কাগজের সংবাদদাতা কে?’ আমি উত্তর দিলে হাসিয়া বলিলেন, ‘আচ্ছা, যান ভিতরে। দ্বিতীয় লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইলে, আমরা জেলের আঙিনায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ডান দিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ।...মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাহার হাতে দুইখানি পিছন দিকে আনিয়া রজ্জবদ্ধ করা হইল। একটি সবুজ রঙের পাতলা টুপি দিয়া তাহার গ্রীবানুল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাঁস লাগাইয়া দেওয়া হইল। ক্ষুদিরাম সেজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এদিক এদিক নিড়ল। উডম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। একটি প্রহরী মঞ্চের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি হাণ্ডেল টানিয়া দিল। ক্ষুদিরাম নিচের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কয়েক সেকেন্ড ধরিয়া উপরে দড়িটি একটু নড়িতে লাগিল। তারপর সব স্থিরা।...’ (উকিল উপেন্দ্রনাথ সেন মজঃ ফরপুরের ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকার সংবাদিক হিসাবে কাজ করতেন)

ব্যক্তি স্বাধীনতা না থাকলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলবে না

বিশেষ প্রতিনিধি

আফগানিস্তানে রোপন করতে চায়। বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস থেকে শুরু করে আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানও নিয়ে চর্চা করতে চায় আফগানিস্তানের আধুনিক যুগের তরুণ তরুণীরা। তারা ইসলামি ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখতে চায় না। কিন্তু গরীব আফগানদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তারা ইসলামি শিক্ষার মধ্যে দিয়ে নিজেদের শিক্ষিত করছে। তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করার অন্য কোনও রাস্তা খোলা নেই। ফলে তাদেরকে শরিয়ত আইনের মধ্যে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পালা বাদলের পরেও তালিবানরা আগের মতো চিরাচরিত ধারায় নিজেদের পরিচালিত করতে শুরু করে দিয়েছে। তালিবান এখন পাকিস্তানের সহযোগিতা গ্রহণ করছে না। তারা ভারতের সাহায্য গ্রহণ করতে চায়। এদিকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী ইতিমধ্যে কাবুল ঘুরে গিয়েছেন। তিনি কাবুল ঘুরে সেখানকার তালিবান নেতাদের সঙ্গে আগামী দিনে আফগান কোনও পথ ধরে চলবে তার রাস্তাও বাতলে দিয়েছেন। আফগান কোন পথ ধরে তাদের শাসন ব্যবস্থা কীভাবে কয়েম করবে এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। এদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে তালিবান জঙ্গিদের মতের মিল হচ্ছে না। তালিবান জঙ্গিদের সঙ্গে কীভাবে লড়াই করতে হবে তার প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় সেনারা। তালিবানরা এখন সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। তালিবান বিরোধী কোনও খবর প্রকাশ করতে দিতে নারাজ তালিবানরা। কাবুলে ইতিমধ্যে বিদেশি সাংবাদিকদের গতি বিধির ওপরে নজর রাখতে শুরু

করেছে। বিশেষ করে বিবিসি নিউজ এর ব্যাপারে তাদের কড়া নজর রয়েছে। আফগানে তালিবান সরকার গঠনের অনুষ্ঠানে চিন, রাশিয়া, ইরান, তুর্স্ক এবং কাতার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আপগান থেকে আমেরিকার সেনা সরিয়ে নিয়েছে। কারণ আফগান



আমেরিকা সেনা রেখে কোনও লাভ হচ্ছে না আমেরিকার। তালিবানরা আরও বলেছে যে হক্কানিদের কালো তালিকায় রেখে আমেরিকা ঠিক কাজ করছে। তাদের ওপরে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে না। আফগানিস্তানের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্যদের কালো তালিকায় রেখে আমেরিকার দোহার শাস্তি ভঙ্গ করছে। তালিবান সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোল্লা মহম্মদ হাসান আখুন্দ হক্কানি নেটওয়ার্কের সদস্য। অভ্যন্তরীন মন্ত্রী সিরাজুদ্দিন হক্কানি এইবিআইয়ের জঙ্গি তালিকায় রয়েছেন। শুধু আমেরিকা নয়, তালিবান সরকারের পাঁচজন সদস্য রাষ্ট্রপুঞ্জের নিষিদ্ধ তালিকায় রয়েছেন। তালিবানদের সহযোগিতা করতে শুরু করে

পাকিস্তান। সেই পাকিস্তান এখন তালিবানদের ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। পাক আফগান তালিবানদের দখলে। সেখানে পাকিস্তান প্রশাসন কোনও কাজ করতে পারছে না। গোটা আফগান জুড়ে পাকিস্তান বিরোধী লোকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাকিস্তানকে আফগানরা সহ্য করতে পারছে না। তালিবানদের পক্ষ থেকে আদেশ জারি করা হয়েছে, কোনও রকম প্রতিবাদ দেশে করা চলবে না। প্রতিবাদ করলেই শাস্তি মিলবে। এটা শুধু মুখের কথা নয়। ভাইরাল হয়ে দেখা গিয়েছে কয়েকটি ঘটনার। কাবুলের রাস্তায় বিক্ষোভকারী মহিলাদের ধরে চাবুক মারা হচ্ছে। কিন্তু তবুও মহিলাদের বিক্ষোভ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আফগানিস্তানের মহিলারা বলতে শুরু করে দিয়েছে, পাকিস্তান নিপাত যাক। রাজধানির বিভিন্ন স্থানের ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে তালিবানরা। এদিকে তালিবানদের অধিকারকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকেরা। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক প্রেমী নাগরিকেরা

কলকাতার ঐতিহ্য আহিড়িটালা

কলকাতার ইতিহাস বিখ্যাত স্থান হচ্ছে আহিড়িটালা। উনিশ শতকের শেষভাগে ১৮৫৮ সালে বটকৃষ্ণ পাল বি কে পাল অ্যাও কোং নামে একটি ওষুধের দোকান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজকে সেই বাড়িটি ‘মেডিসিন হাউস’ নামে পরিচিত। এই দোকান থেকে বিদ্রুঘীরা গোপনে রাসায়নিক পণ্য ক্রয় করতে বোমা তৈরি করতো। এর ৬০০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে আহিরিটালা বদ্বি বিদ্যালয়।

যদু পণ্ডিতের পাঠশালা তৈরি হয়েছিল এখানে। এখন সেটা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল। বিদ্যাসাগর এই বিদ্যালয় গড়তে সাহায্য করেছিলেন ১৮৫৯ সালে। এখানেই রয়েছে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল। ১৮২৯ সালে গৌরমোহন আঢ়্য এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ,

অমৃতলাল বোস, কলিকাতা বিশ্ববিদগ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ আরও অনেকে। ৫৯ আহিড়িটালা স্ট্রিটে উত্তম কুমারের মামার বাড়ি। নিমতলা ঘাটের কাছে ছিল নিয়ামাতুল্লা ঘাট মসজিদ। সেই থেকেই নামটা হয়ে যায় নিমতলা ঘাট। ১৮২৮ সালে নিমতলা মহাশ্মশান শুরু হয়।

এখানে রয়েছে জমিদার খেলাত চন্দ্র ঘোষের বসতবাড়ি। ৪৭ নম্বরে ১৮৪৭ সালে খেলাতচন্দ্র এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন। এই খেলাত ঘোষের জমিটারিতে কাজ করতেন কথা সাহিত্যিক বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাথুরিয়ায় ঠাকুর বাড়িও বিখ্যাত। জয়রাম ঠাকুর একাধিক একটি বসতবাড়ি তৈরি করেন। জয়রাম ঠাকুরের পুত্র ছিলেন দর্পনারায়ণ ঠাকুর। এখানে ডাফ কলেজ ছিল।

মীনাক্ষীর কটাক্ষ

Amgachia Gram Panchayat has invited an N.I.eT on 22.09.2023 vide N.I.eT No. 387/AGP/TN/2023 (Sl. 1 to 5) and on 26.09.2023 N.I.eT No. 393/AGP/TN/2023 (Sl. 1 to 4) and 1 no. N.I.eQ on 26.09.2023 vide N.I.eQ No. 392/AGP/QN/2023 are scheduled to be opened on 09.10.2023 and last date of submission is on 06.10.2023 (up to 6.55 pm). For more details visit- <https://wbttenders.gov.in>
Sd/- Pradhan
Amgachia Gram Panchayat

আলোচনার বানিজ্যিক সূচি যা স্থির রয়েছে এজিএম সভাপতি নোটিসে। সদস্যরা যোগ দিতে পারবেন এবং সভায় অর্থ দিতে পারবেন শুধুমাত্র তিনি। ও-ভোটিং মাধ্যমে এবং ই-ভোটিং শারিরিকভাবে উপস্থিত থাকা অন্য কোন সদস্যদের কাছে, ই-ভোটিং মাধ্যমে এজিএম উপস্থিতি ই-ভোটিংএই কোরাম হিসাবে গণনা করা হবে।

প্রাসঙ্গিক সাক্ষর/গুলির ভিত্তিতে, ই-ভোটিংএম নোটিস কোরামনি সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিসপাচিটির পাঠসিমেটে/ অ্যারাইট-এতে নির্বাহিত রয়েছে। উল্লিখিত নথিগুলি কোরামনির গ্রন্থসাইটে www.norbertea.com এবং সফট এন্ডসেজের গ্রন্থসাইটেও পাওয়া যাবে, যথা বিবেচিত। লিমিটেড এবং ন্যাশনাল সফট এন্ডসেজ অফ ইউসিআ লিমিটেড যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং কোরামনির বেকিস্টার এবং ট্রান্সপারার এজেন্ট, মেসার্স এনসিসএ শেয়ার ট্রান্সপারার একটো লিমিটেড এবং মেসার্স সিডিএসএল-এর গ্রন্থসাইটে। নোটিসের কোন বহিষ্কারকরণ কপি কোন সদস্যকে পাঠানো হবে না।

কোরাম সদস্যরা তাদের ই-ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নং নির্ধারন করেননি তারা অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করেন এবং ডিসপাচি মাধ্যমে তাদের বিশদ বিবরণ। অ্যাপটোড কর্তৃক পানেন ডিসপাচি ফর্মের পূরণ করার ক্ষেত্রে এবং প্রস্তুত থাকুন যেখানে ব্যবহারকারী সদস্যদের কাছে এটি অ্যাপটোড করার জন্য অনুগ্রহে করা হচ্ছে কোরামনির মাধ্যমে বেকিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সপারার একটো।

ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিঃ

সদস্যরা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের (‘ই-ভোটিং’) মাধ্যমে ই-ভোটিংএমের নোটিসে উল্লেখ করা বিষয়ে তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

বিআইটিএস/ল্যান্ডসডে মেসেজ, বহিষ্কারকৃত মোডে শেয়ার ব্যবহারকারী সদস্যদের এবং যারা তাদের ই-ইমেল ঠিকানা নির্ধারন করেননি তাদের জন্য দূরবর্তী ভোট দেওয়ার পদ্ধতি (রিমোট ই-ভোটিং) ই-ভোটিংএমের নোটিসে দেওয়া হবে কোরামনির গ্রন্থসাইটে www.norbertea.com এবং মেসার্স এনসিসএ শেয়ার ট্রান্সপারার একটো লিমিটেড এবং মেসার্স সিডিএসএল (<http://www.evotingindia.com>) গ্রন্থসাইটেও বিস্তারিত পাওয়া যাবে।

ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি ই-ভোটিং (“ইলেক্ট পোলে”) এও উল্লেখ করা হবে এবং ই-ভোটিংএম উপস্থিত সদস্যরা যারা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট নেননি তারা এজিএম তারিখে ভোট দিতে পারবেন ইলেক্ট পোলে মাধ্যমে।

ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন শাসনপ্রণালী সিস্টেমটির অধস্তন মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে। যে সদস্যরা ই-ইমেল পান না যা তাদের ইমেল ঠিকানা ডিসপাচিটির অধস্তনভাবে/ অ্যারাইট-এতে নির্বাহিত নয়, তারা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নোটিগুলিতে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগইন শাসনপ্রণালীতে কয়েক দিতে পারবেন।

একক লগইন শাসনপ্রণালী ডিসপাচি মাধ্যমে ই-ভোটিংএম-এ যোগ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

নরবেন টি আড্ডা এলএসএস লিমিটেড
রা/

মনোহর কুমার দাস
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00123386

১৫ : কলকারা
তারিখ : ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

ঘরোয়া টোটকাতেই নাকের দু’পাশে হওয়া

চশমার দাগ উঠে যেতে পারে

চশমা ছাড়া এক মুহূর্ত চলে না । কিন্তু বিয়ের ব্যবহার করলে নাকের দু’পাশের কালচে দাগ দূর সাজগোজের সঙ্গে চশমা পরতে চান না। তাই লেগে পরবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু সমস্যা হল চোখ থেকে চশমা খুলতেই নাকের দু’পাশে ‘নোজপ্যাড’-এর কালচে দাগ। চশমার হালকা ফ্রেম পরেও এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি। তবে অনেকেই বলেন, সময় থাকতে নিয়মিত কিছু ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করলেই নাকি নাকের দু’পাশের দাগ তুলে ফেলা যায়।



কী কী ব্যবহার করে এই দাগ তুলে ফেলা যায়, জেনে নিন-
১) আলুর রস- আলু ছোট ছোট করে কেটে খেঁতো করে নিন। তা থেকে রস বার করে নিন। সেই রস নাকের দু’পাশে লাগান। ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। রোজ এই কাজ করলে এক সপ্তাহেই নাকের দু’পাশ থেকে দাগ দূর হবে।
২) কাঠবাদামের তেল - ব্লকের কালচে দাগ, হোপ তুলতে সাহায্য করে এমন বেশ কিছু যৌগ রয়েছে কাঠবাদামের তেলে। নিয়মিত এই তেল

দাগ তুলে দিতে পারে। শশা প্রথমে ছোট ছোট করে কেটে নিন। তার পরে সেগুলি নাকের দু’পাশে লাগান। দাগ কমে যাবে।
৫) মধু - ব্লকের যে কোনও রকমের ক্ষত সারাতে প্রাচীন কাল থেকেই মধুর হয়ে এসেছে। ব্লকের ক্ষত সারিয়ে, সেখানে নতুন কোষ তৈরি করতেও সাহায্য করে। পাশাপাশি ব্লকের যে কোনও ছোপ, দাগ তোলার ক্ষেত্রেও দারুণ ভাবে কাজ করে মধু।

‘ঈদ-ই-মিলাদ’ উপলক্ষ্যে ৮ অক্টোবর ২৩৪ মেট্রো পরিষেবা চালাবে

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : মেট্রো রেলওয়ে উত্তর-দক্ষিণ করিডোরে (ব্লু লাইন) ২৮৮ টি দৈনিক পরিষেবার পরিবর্তে ২৮.০৯.২০২৩ (বৃহস্পতিবার) ‘ঈদ- ই- মিলাদ’ ছুটির দিন ২৩৪ টি (১১৭ আপ ১১৭ ডাউন) পরিষেবা চালাবে। এই ২৩৪ টি পরিষেবার মধ্যে, ১৬০ টি পরিষেবা দক্ষিণেশ্বরে এবং সেখান থেকে চলবে। এই লাইনে প্রথম এবং শেষ পরিষেবার সময় অপরিস্রবিত থাকবে। প্রথম পরিষেবা শুরু হবে- ০৬.৫০ টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষা (পরিবর্তন নেই) ০৬.৫০ টায়। কবি সুভাষা থেকে দক্ষিণেশ্বর। (পরিবর্তন নেই) ০৬.৫৫ টায় দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর। (পরিবর্তন নেই) ০৭.০০ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষা (পরিবর্তন নেই) শেষ পরিষেবা শুরু হবে- ২১.২৮ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষা। (পরিবর্তন নেই) ২১.৪০ টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষা। (পরিবর্তন নেই) ২১.৩০ টায়। কবি সুভাষা থেকে দক্ষিণেশ্বর। (পরিবর্তন নেই) ২১.৪০ টায়। কবি সুভাষা থেকে দমদম। (পরিবর্তন নেই) পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো (গ্রীন লাইন) এবং পার্পল লাইনে পরিষেবা অপরিস্রবিত থাকবে।

বিগত ৩০ দিনে ভারতের কূটনীতি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : বিগত ৩০ দিনে ভারতের কূটনীতি এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার বিকেলে দিল্লির ভারত মণ্ডপে অনুষ্ঠিত জি-২০ ইউনিভার্সিটি কান্টেন্স ফিনাল-তে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, গত ৩০ দিনে ভারতের কূটনীতি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। জি-২০- এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের প্রচেষ্টায় ৬টি নতুন দেশ ব্রিকস-এ যোগ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারত জি-২০ ইভেন্টকে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে তা দেখে বিশ্ব অবাক। কিন্তু আমি মোটেও অবাক হই না। কারণ আপনাদের মত তরুণ শিক্ষার্থীরা যদি অনুষ্ঠানকে সফল করার দায়িত্ব নেন, তাহলে অবশ্যই সফল হবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমি গত ৩০ দিনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চাই। এই বিবরণ আপনাদের নতুন ভারতের গতি এবং ক্ষেত্র বুঝতে সাহায্য করবে। ২৬ আগস্ট বাকি ভারতের মুন মিশনের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছিল... সমগ্র বিশ্ব ভারতের কঠোর স্তম্ভেছিল, ভারত চাঁদে পৌঁছেছে। সেই দিনটি জাতীয় মহাকাশ দিবস হিসেবে পালিত হবে। মুন মিশনের সাফল্যের পরপরই, ভারত নিজস্ব সৌর মিশন শুরু করেছিল। গত ৩০ দিনে ভারতের কূটনীতি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

জার্মানিতে প্রথম বাংলা বইমেলা! আনন্দে উদ্বেল বাঙালি বইপ্রেমীরা

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : বাংলা বইয়ের বিশ্বজয়। এবার জার্মানিতে বাংলা বইয়ের মেলা। জার্মানির ফ্রাংকফুর্টে আগামী ১৮ থেকে ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত বইমেলা ফ্রাংকফুর্ট বইমেলা। ৭৫ তম এই



মেলায় যোগ দিতে যাচ্ছে বাংলাগুণেও! ফলে বিশ্ববিখ্যাত এই মেলায় থাকছে বাংলাদেশি প্যাভিলিয়নও। এই প্রথম জার্মানিতে বাংলা বইমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এই বইমেলায় আয়োজন করছেন ফ্রাংকফুর্টের প্রবাসী বাংলাদেশিরা। আগামী ২১ অক্টোবর বসবে এই মেলা। ফ্রাংকফুর্টে প্রবাসী বাংলাদেশিরা জার্মানিতে আয়োজিত হতে পারে এই প্রথম বাংলা বইমেলা নিয়ে খুবই উল্লাসিত। তাঁরা বলছেন, ওই বইমেলা প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিদেশের মাটিতে যেখানেই বাংলাভাষাবাসী মানুষ রয়েছেন, সেখানেই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার এই নতুন অর্জন তাদের উদ্ভূত করবে। এরপর জার্মানিতে বাংলা বই সহজিকে কীভাবে পাওয়া যেতে পারে, তা নিয়েও আলোচনা হবে। জার্মানি-সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বাঙালি লেখক, কবি-সাহিত্যিকেরা এই মেলায় অংশ নেনে। ফ্রাংকফুর্ট বইমেলায় তরফে জানানো হয়েছে, এবারের মেলায় অতিথি-দেশ হিসেবে থাকছে স্লোভেনিয়া। দেশটির ৭৫ জন লেখক, অনুবাদক ও সাংস্কৃতিক কর্মী মেলা উপলক্ষ্যে ফ্রাংকফুর্টে আসবেন।

মাদকের প্রতি আসক্তি কমাতে হুঁকো নিষিদ্ধ হরিয়ানায

কর্ণাটক, ২৬ সেপ্টেম্বর : সপ্তাহ খানেক আগে হুন্কাবার নিষিদ্ধ করার বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে কর্ণাটক সরকার। পাশাপাশি ২১ বছরের আগে সিগারেট টানলে সাজা হবে দক্ষিণের রাজ্যে। নবীন প্রজন্মের মাদকের প্রতি আসক্তি কমাতে এবার কতকটা একই ধরনের সিদ্ধান্ত নিল হরিয়ানা সরকার। রাজ্যের পানশালা, হোটেল এবং রেস্তোরাঁগুলোতে হুঁকো বিক্রি নিষিদ্ধ হল। সোমবার করনালে একটি নেশাবিরোধী কর্মসূচিতে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খটর । ওই মঞ্চ থেকেই তিনি জানান, এবার থেকে রাজ্যের পানশালা, হোটেল ও রেস্তোরাঁ থেকে নিষিদ্ধ। তবে গ্রামগঞ্জের প্রাচীন পদ্ধতির হুঁকোর নেশায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়নি। মাঝে হরিয়ানার বিনানসভার স্পিকার জ্ঞানচাঁদ গুপ্তা সরকারের কাছে হুঁকোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি জানিয়েছিলেন। গত মে মাসে এই বিষয়ে উত্তেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী খটরকে চিঠিও পাঠান। এর পর সোমবার হুঁকোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল রাজা সরকার। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পরে তামাকজাত দ্রব্য আইন সংশোধনের বিষয়ে জানান কর্মাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুড্ড রাও। তিনি আনান, স্কুল, মন্দির, মসজিদ, হাসপাতাল নতুন করে তামাকের নেশা করা এবং তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করা নিষিদ্ধ হবে। চতুর আইনে তামাকজাত দ্রব্য কেনার বয়সসীমা বাড়িয়ে ২১ বছর করা হচ্ছে।

টাক পড়ে যাচ্ছে? ঘরোয়া টোটকায়

ভরসা রাখলে চুল গজাবে দ্রুত



মানসিক উদ্বেগ, দৈনন্দিন জীবনের অনিয়ম, পর্যাপ্ত খাওয়াদাওয়া না করা, সঠিক যন্ত্রের অভাব- এমন বেশ কিছু কারণ চুল ঝরার নেপথ্যে থাকে। অনেকেই টাক পড়ে যাওয়া নিয়ে অস্বস্তিতে ভোগেন। তবে টাক পড়ে যাওয়ার কারণ যা-ই হোক, তা নিয়ে বেশি ভাবলে চলবে না। বরং কোন টোটকায় চুল গজাবে, তা ভাবা জরুরি। টাক পড়ে যাওয়া আটকাতে অনেকেই নানা

রকম চেষ্টা করে থাকেন। বাজারচলিত নানা প্রসাধনী ব্যবহার করেন। তবে ঘরোয়া কিছু টোটকায় ভরসা রাখলে উপকার পেতে পারেন।
১) তেল মালিশ - চুলহীন মাথায় তেল মালিশ করা নিয়ে অনেকেইই অস্বস্তি হতে পারে। তবে অস্বস্তি কাটিয়ে যদি নিয়মিত মাথায় তেল মালিশ করা যায়, তা হলে কিন্তু টাক মাথায় চুল গজাতে বেশি দিন লাগবে না।
২) অ্যালো ভেরা - ব্লকের যন্ত্রে অ্যালো ভেরার উপকারিতা কমবেশি সকলেরই জানা। কিন্তু টাক পড়ে যাওয়ার সমস্যা রুখতেও যে অ্যালো ভেরার ভূমিকা রয়েছে, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। পাতা থেকে জেল বার করে মাথার ব্লকে লাগাতে পারেন। ঘন্টাখানেক পরে ধুয়ে নিন। উপকার পাবেন।
৩)

ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড - সব চুলে উঠে গিয়ে একেবারে টাক পড়ে যাক, তা না চাইলে ব্যবহার করতে পারেন ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড। ক্যাপসুল বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সপ্তাহে ৩-৪ দিন ব্যবহার করলে চুল ধীরে ধীরে গজাতে শুরু করবে।
৪) পেঁয়াজের রস - চুল ঝরা বন্ধ করতে পেঁয়াজের রস ফলদায়ক। তাই টাক পড়ে যাওয়ার আগেের পরিস্থিতিতে ভরসা রাখতে পারেন পেঁয়াজের রসের উপর।
৫) পাতিলেবু - নারকেল তেলের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে একটি মিশ্রণ নিন। শ্যাম্পু করার আগে এই মিশ্রণটি মাথায় মেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। কয়েক বার ব্যবহার করে ছেড়ে দিলে চলবে না। ঐখ্যি ধরে ব্যবহার করুন। উপকার পাবেন।

৭ অক্টোবর জিএসটি পরিষদের বৈঠক, পৌরহিত্য করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারমন

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : আগামী ৭ অক্টোবর বৈঠকে বসছে জিএসটি পরিষদ। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের পৌরহিত্যে এবং বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত জিএসটি কাউন্সিল ৭ অক্টোবর বৈঠকে বসবে। জিএসটি কাউন্সিল এজ্র মাধ্যমে জানিয়েছে, জিএসটি কাউন্সিলের ৫২ তম বৈঠকে আগামী ৭ অক্টোবর দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে জিএসটি কাউন্সিলের ৫১-তম বৈঠক হয়েছিল গত ২ আগস্ট। পূর্ববর্তী বৈঠকে ট্যাক্সেশন ক্যান্সিনো, শোড়দৌড় এবং অনলাইন গেমিংয়ের কর আরোপের বিষয়ে স্পষ্টতা প্রদানের জন্য পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) আইনের সংশোধনী অনুমোদন করা হয়েছিল।

দুবাইয়ে চাল রপ্তানি করবে ভারত



নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : দিন দুয়েকের দুবাই সফর সেরে গত সপ্তাহেই কলকাতায় ফিরেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার রাতে দিল্লির তরফে চাল রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। এবার থেকে দুবাইয়ে চাল পাঠাবে ভারত। মোট ৭৫ হাজার টন চাল রপ্তানি করা হবে বলে সিদ্ধান্ত। তবে বাসমতী চাল নয়, পাঠানো হবে ভাল মানের সাসা চালা। গত ২০ জুলাই দেশের খাদ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে চাল রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছিল কেন্দ্র। কারণ তার ঠিক আগেই খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জেরে মুদ্রাস্ফীতি লাফিয়ে বেড়েছিল। বর্ষার মরশুমে সবজি থেকে মাছ, মাংস সবেরই দাম ছিল চড়া। সেই অবস্থায় মধ্যবিত্তের ভাল- ভাতকে সুরক্ষিত রাখতে চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছিল কেন্দ্র। যার জেরে দেশের বাজারে চালের দামকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে।

বিশ্ব বাজারে একাই ৪০ শতাব্দে চাল রপ্তানি করে থাকে ভারত। বেশবেশি ১০০টি দেশ ভারতের থেকে এই খাদ্যদ্রব্য কিনে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্রেতা আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশ - সোমালিয়া, সেনেগাল, টোগো, আইভরি কোস্ট, বেনিন, গায়ানা। এছাড়াও দুবাই, বাংলাদেশের মতো দেশে রপ্তানি হয় ভারতের চালা। তবে এখন ভারতের বাজারে চালের জোগান-চাহিদায় সামঞ্জস্য ফিরেছে। দেশবাসীর জন্য পর্যাপ্ত চাল সংগ্রহে রয়েছে। তাই সোমবার সন্দের পর কেন্দ্র ফের চাল রপ্তানি করার সিদ্ধান্ত নেয়। দুবাইয়ে ৭৫ হাজার টন চাল পাঠানো হবে। সুত্রের খবর, এই সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কমিটি সর্বোচ্চ হিসেব খতিয়ে দেখে কেন্দ্রকে জানায় যে এখন রপ্তানি করা সম্ভব। কেন্দ্র অনুমতি দেয় এবং সিদ্ধান্ত হয়, আপাতত ৭৫ হাজার টন চাল দুবাইয়ে রপ্তানি করা হবে।

ইন্দো-প্যাসিফিক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলে বিকশিত হয়েছে : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : ইন্দো- প্যাসিফিক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলে বিকশিত হয়েছে। এই অঞ্চলটি সীমানা বিরোধ এবং জলদস্যুতার মতো জটিল নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১৬-তম ইন্দো - প্যাসিফিক সেনা প্রধানদের সম্মেলনে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন ১৬-তম ইন্দো-প্যাসিফিক সেনা প্রধানদের সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। পরে তিনি বলেছেন, ইন্দো- প্যাসিফিক অঞ্চলের ছোট দেশগুলির জলবায়ু পরিবর্তন - সম্পর্কিত উদ্বেগের বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব পাওয়া উচিত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের কথায়, সমস্ত সদস্য দেশগুলির দ্বারা জি-২০ নতুন দিল্লি নেতাদের ঘোষণাপত্র গ্রহণ একটি দৃঢ়তায় সাফল্য ছিল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দো-প্যাসিফিকের জন্য একটি মন্ত্র দিয়েছেন যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সংলাপ, সহযোগিতা, শান্তি, সমৃদ্ধির উপর ভিত্তিপীল।



লখিমপুরে পুলিশি অভিযানে বাজেয়াপ্ত ২০ লক্ষাধিক টাকার জাল নোট

লখিমপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : লখিমপুর জেলার অন্তর্গত বঙালমরায় অভিযান চালিয়ে ২০ লক্ষাধিক টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। জাল নোট কারবারে জড়িত অভিযোগে জৈনক ব্যবসায়ীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আজ মঙ্গলবার বঙালমারা থানা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার রাতে স্থানীয় ১ নম্বর আহমেদপুর গ্রামে জৈনক ইমদাদুল ইসলামের বসতঘরে পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। ইমদাদুলের ঘরে জলের একটি ট্যাংক থেকে বাস্তিল বাস্তিল টাকার নোট উদ্ধার করেন পুলিশের অভিযানকারীরা। জাল নোটের সঙ্গে থানায় ধরে নিয়ে আসা হয় ইমদাদুল ইসলামকে। আজ সকালে ব্যাংক থেকে টাকা গোনার মেশিন এনে উদ্ধারকৃত টাকাগুলির পরিমাণ ২০ লক্ষের বেশি বলে ধরা পড়েছে। সুত্রটি জানিয়েছে, ধৃত ইমদাদুলকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বঙালমরায় মিরি গ্রামের গুলজার হুসেন, রিয়াজুল ইসলাম, ফাইজুল আলমের বাসায় পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। তবে পুলিশের আশমনাবর্তী পেয়ে এরা সবাই পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। এদিকে গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ ভোরে ২ নম্বর সোনাপুর থেকে আরেক জাল নোট কারবারি শাহজাহান আলিকে আটক করেছে পুলিশ। সুত্রটি আরও জানিয়েছে, ইমদাদুল, রিয়াজুল, ফাইজুল, গুলজার এবং তাদের গ্যাঙ গোপনে গুয়াহাটিতে জাল নোট পাচার করত বলে খবর ছিল পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্রের কাছে। আনন্দ মিশ্রের নির্দেশে গতরাতে চলেছিল ধারা অভিযান। ইতিমধ্যে জাল নোটের চক্রকে উখাত করতে বিহুপুরিয়া, বঙালমরার অন্য স্থানে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে বলেও জানিয়েছে সুত্রটি।

ভুয়ো বিয়ে দেখিয়েই রাজ্যের কয়েকশো কোটি টাকা হাতিয়ে নিল দালালরা

উত্তরপ্রদেশ, ২৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের এক প্রকল্পকে হাতিয়ার করে কয়েকশো কোটি টাকার দুর্নীতি। গাজিয়াবাদের এমন কাণ্ডে তেলপাড় যোগীরাজ। ভুয়ো বিয়ে দিয়েই দিল্লিতে দালালরা হাতিয়ে নিয়েছে ২৮০ কোটি টাকা। কমপক্ষে ৩৫০০ যুগলের ভুয়ো বিয়ে দেখানো হয়েছে সরকারের খাতায়। উত্তরপ্রদেশে সরকারের একটি প্রকল্প রয়েছে যেটির নাম ‘কন্যা বিবাহ যোজনা’। ওই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের শ্রমমন্ত্রকে নথিভুক্ত শ্রমিকদের বিয়ের জন্য ৮-২ হাজার টাকা আনুদান দেওয়া হয়। ওই টাকা পান আর্থিকভাবে অসচ্ছল শ্রমিকরা। তবে তাদের অন্তত এক বছর সরকারি কাজে যুক্ত থাকতে হবে। এরকম একটি প্রকল্পকেই হাতিয়ার করা হয়েছে গাজিয়াবাদে। ওই প্রকল্পের আওতায় ৬৫ হাজার টাকা দেওয়া হয় বিয়ের জন্য অনুদান হিসেবে। পাত্র ও পাত্রীকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয় পোশাক কেনার জন্য। আর ৭ হাজার টাকা দেওয়া হয় অন্যান্য খাতে। ওই প্রকল্পকেই হাতিয়ার করেছে দালালরা। তারা ভুয়ো পাত্র-পাত্রী ঠিক করে তাদের বিয়ে দিয়েছে ও তার সরকারের খাতায় দেখিয়েছে। যুবক-যুবতীদের বিয়েতে রাজি করার জন্য তাদের দেওয়া হয়েছে ১০-২০ হাজার টাকা। বাকী টাকা তুলে নেওয়ার জন্য ওইসব যুবক - যুবতীদের নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। তাতেই ঢুকেছে কন্যা বিবাহ যোজনার টাকা। একটি সর্বভারতীয় সবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী এভাবে ৩৫০০ যুগলের বিয়ে দেওয়া হয়েছে একেবারেই জালিয়াতি করে। এভাবেই সরকারের ঘর থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ২৮০ কোটি টাকা। পাত্র-পাত্রী একে অপরকে চেনে না, কোথাও পাত্র-পাত্রী দুজনইই ভুয়ো, কোথাও পাত্র-পাত্রীর অস্তিত্বই নেই। ২০২২ সালের নভেম্বরে এরকমই বহু বিয়ে হয়। কিন্তু টাকা নিয়ে দালাল ও পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে ঝামেলা লেগে যায়। তার পরই ওইসব পাত্রপাত্রী পুলিশে এফআইআর করে। আর তখনই এমন জালিয়াতির বিষয়টি সামনে চলে আসে। পুলিশ তদন্ত করলে ও তা নিয়ে এতদিন কোনও উচ্চবাচ্য ছিল না। কিন্তু এই গোলমালে ঢুকে পড়ে ভারতীয় কিশান ইউনিয়ন। তাহাই এনিয়ে তদন্ত শুরু করে। তাতেই এই জালিয়াতির শিকড় বেরিয়ে পড়ে। তাতে দাবি গাজিয়াবাদ ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও এমন জালিয়াতি হয়েছে। এই নিয়ে এবার প্রদেশ লোকায়ুক্তের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন ভারীয় কিশাণ ইউনিয়ন। এনিয়ে তদন্ত শুরু করেছে লোকায়ুক্ত।

নগাঁও শহরে গৃহস্থের ঘরে চুরি, লুট স্বর্ণালঙ্কার সহ বহু লক্ষ টাকার সামগ্রী

অসম, ২৬ সেপ্টেম্বর : সাম্প্রতিককালে নগাঁও শহরে ঘন ঘন চুরিকাণ্ড সংগঠিত হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের দুরলতার সুযোগ নিয়ে চোরের দলে একের পর গৃহস্থের বাড়িতে হানা দিয়ে লুট করছে লক্ষ লক্ষ টাকার সামগ্রী। অনুরূপ ঘটনা আজ মঙ্গলবার ভোররাতে সংগঠিত হয়েছে শহরের বাসিন্দা জৈনেক অরুণ পোদ্দার নামের বাবসায়ীর বাড়িতে। জানা গেছে, অরুণপাড়ার ঘরে ঢুকে প্রায় ১৫ লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালঙ্কার, নগদ টাকা এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে গেছে চোরেরা। ঘটনার বর্ণনা উল্লেখ করে ইট্যাচালি পুলিশ ফাঁড়িতে এক এফআইআর দায়ের করছে অরুণ পোদ্দার। এফআইআর-এর ভিত্তিতে পুলিশ এক মালদা কব্জু করে তদন্ত চালিয়েছে। তবে চুরিকাণ্ডের কোনও কিনিরা করতে পারেনি পুলিশ।

পানীয় জলে দাবিতে কমলাসাগর-গোকুলনগর সড়ক অবরোধে এলাকাবাসী

ত্রিপুরা, ২৬ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী জল জীবন মিশন এলাকায় না থাকার ফলে আট মাস যাব জল না পেয়ে অবশেষে পানীয় জলের দাবিতে কমলাসাগর-গোকুলনগর সড়ক অবরোধ করলেন এলাকাবাসী। মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় সড়ক অবরোধের ফলে উভয়দিকে আটকে যায় প্রচুর সংখ্যক গাড়ি। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুটে আসেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সহ নেতারা। জলের দাবিতে সড়ক অবরোধকারীদের উপর আক্রমণ করার অভিযোগও উঠেছে স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, কমলাসাগর-গোকুলনগর গোলাটিলা এলাকার জলগণ দীর্ঘদিন যাব পানীয় জল থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। স্থানীয় নেতা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত মেম্বার প্রধানদের জানানোর পরও এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করেনি বলে অভিযোগ করেছেএ এলাকাবাসী। এই প্রচণ্ড গরমে এলাকায় পানীয় জলের সংকট রয়েছে। বাধ্য হয়ে গোকুলনগর গোলাটিলা এলাকাবাসী কমলাসাগর- গোকুলনগর সড়ক অবরোধ করে। তাদের দাবি, দ্রুত এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। কলকাতার বিধায়ক অম্বুদা সরকার দেবও এলাকার কোনও খোঁজখবর নেন না বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। সড়ক অবরোধের ফলে প্রচুর গাড়ি আটকে নাজেহাল হয়ে পড়েন পথচলতি জনগণ। খবর পেয়ে এলাকার স্থানীয় কতিপয় নেতা ঘটনাস্থলে দ্রুটে গিয়ে অবরোধকারীদের ওপর আক্রমণ করার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ।

ইংরেজবাজার থানায় সিসি ক্যামেরার মনিটরিং রুম সহ বেশ কিছু আধুনিক পরিষেবার উদ্বোধন করলেন আইজি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ সেপ্টেম্বর : পূজোর মরশুমে প্রতিমা দর্শনাধীনের থেকে শুরু করে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই সিসি ক্যামেরায় মালদা শহরকে মুড়ে ফেলার উদ্যোগ নিল জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা রূপান্তর অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে এবার থেকে জেলার প্রতিটি থানাগুলির মাধ্যমে মনিটরিং করা হবে। মঙ্গলবার দুপুরে ইংরেজবাজার থানায় সিসি ক্যামেরার মনিটরিং রুম সহ বেশ কিছু আধুনিক পরিষেবার উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ কুমার যাদব। তার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, ইংরেজবাজার থানার আইসি আশীষ দাস সহ জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্মতারা। এদিন উত্তরবঙ্গের আইজিকে ইংরেজবাজার থানায় পদস্থ পুলিশ কর্তা ও কর্মীরা স্যালুটের মাধ্যমে স্বাগত জানান। মালদা জেলায় ১৪ টি সাধারণ থানা রয়েছে। একটি ইংরেজবাজার মহিলা থানা রয়েছে। এছাড়াও একটি সাইবার ক্রাইম থানা রয়েছে। পাশাপাশি জেলায় মোট সাাতটি পুলিশ ফাঁড়িও রয়েছে। প্রতিটি থানা এবং পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন এলাকায় শহরগুলিতে এই সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে জেলা পুলিশ। যেগুলি প্রতিটি থানা থেকেই বিশেষভাবে মনিটরিং করা হবে। জেলা পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় দুর্গা পূজোর মরশুমে সবথেকে বেশি ভিড় হয় ইংরেজবাজার শহরে। এরপরই দর্শনাধীনের ভিড় উপচে পড়ে পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায়। ইংরেজবাজার শহরে কমপক্ষে ৪০০ টি ছোট ও বড় দুর্গাপূজো হয়ে থাকে। পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায় প্রায় ১০০ টি দুর্গাপূজো হয়ে থাকে। ফলে পূজোর মরশুমে এই জেলার পাশাপাশি বাইরে থেকেও হাজার হাজার মানুষ প্রতিমা দর্শনের জন্য পুজোর কটা দিন ভিড় করে মালদা শহরে । আর এই পরিস্থিতিতেই



আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং শহর ও গ্রামীণ এলাকার মানুষদের স্বাভাবিক পরিষেবা দিতেই এই সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে জেলা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় সমস্ত থানায় মোট ৫৫০ টি সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ইংরেজবাজার থানা এলাকায় ৮০ টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। নির্দিষ্ট থানা থেকেই এই সিসি ক্যামেরার মাধ্যমেই শহরের হাল হালিকতের তদারকি করবে পুলিশ কর্তারা। পূজোর সময় কোথাও কোনো রকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে তা খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে জেলা পুলিশ। এদিন ইংরেজবাজার থানার সিসি ক্যামেরার মনিটরিং রুম, মালখানা সহ বেশ কিছু নতুন ঘরের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ কুমার যাদব। তিনি বলেন, মালদা শহরেই বেশি মানুষের ভিড় হয়। তবে শুধু পুজোর মরশুমে বলে নয় , সারা বছরই সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে শহরের সমস্ত বিষয়গুলি মনিটরিং করা হবে। নির্দিষ্ট থানা থেকে

অত্যাধুনিক ক্যামেরার মাধ্যমে কোন বিশৃঙ্খলা ধরা পড়লেও তাও তদারকি করে দেখা হবে। পুজোর সমব, অসংখ্য মানুষ গ্রামীণ এলাকা থেকে মালদা শহরে প্রতিমা দেখতে আসেন। সেইসব দর্শনাধীনের যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয়, তার জন্য শহরের বিভিন্ন ব্যস্তবহুল জায়গায় বসানো সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং করা হবে। যেখানে যত মানুষের ভিড় হবে, সেখানে প্রযুক্তিগতভাবে এই সিসি ক্যামেরা লাগানো থাকবে। মালদা শহরের পাশাপাশি জেলার আইনশৃঙ্খলা সুঠো ও স্বাভাবিক রাখতেই এই সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৮০ টি সিসি ক্যামেরা চালু করা হয়েছে। বাকিগুলিও খুব শীঘ্রই চালু করে দেওয়া হবে।



পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আজ সাংবাদিক সম্মেলন করলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও প্রধান সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী পুজো পরিক্রমা ২০২৩। এবারে পর্যটকদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গাপূজাকে শুরু করে বিভিন্ন পুজোর সব ধরনের ব্যবস্থা থাকবে পর্যটকদের জন্য। ছবি সুবল সাহা।

স্বচ্ছতা পাখওয়ারার উপলক্ষ্যে পূর্ব রেলো স্বচ্ছ কার্যালয়, স্বচ্ছ কলোনী এবং পরিসর দিবস পালন

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : স্বচ্ছতা পাখোয়ারা প্রোগ্রামটি ১৬.০৯.২০২৩ তারিখে শুরু হয়েছিল এবং ০২.১০.২০২৩ পর্যন্ত চলবে। স্বচ্ছতা পাখওয়ারার ২৬.০৯.২০২৩-এর অষ্টম দিনে, ‘স্বচ্ছ কার্যালয়, স্বচ্ছ কলোনী এবং পরিসর (পরিচ্ছন্ন কাজের জায়গা এবং পরিস্কার আবাসিক প্রাঙ্গণ) দিবস’ বিভিন্ন কর্মসূচি



এবং ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে পূর্ব রেল জুড়ে পালিত হয়েছে। স্বচ্ছতা পাখওয়ারার ৮ তম দিন, ‘স্বচ্ছ কার্যালয়, স্বচ্ছ কলোনী ও পরিসর (পরিচ্ছন্ন কাজের স্থান এবং পরিস্কার আবাসিক প্রাঙ্গণ) দিবস’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে

রেলওয়ে কলোনী, অবসর রুমওয়েটিং হলগুলিতে পরিস্কার এবং পরিচ্ছন্নতা উন্নত করার জন্য নির্বিড় পরিচ্ছন্নতার আয়োজন এবং পরিচালনা করার জন্য মনোনীত। রেস্ট হাউস এবং ডরমিটরি ইত্যাদি, রেলওয়ে কলোনী, স্টেশন হাসপাতাল এবং ওয়াকর্কশপগুলিতে বায়ো-কম্পোস্ট সুবিধা স্থাপন করা পৃথকীকরণের জন্য তাদের ব্যাখ্যা করা উচিত। শিয়ালদহ বিভাগে, বিভিন্ন স্বাস্থ্য ইউনিট, বিহার-এ নির্বিড় পরিচ্ছন্নতার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। বি আর সিং হাসপাতাল, কোচিং ডিপো, লোকো শেড, রেলওয়ে কলোনী, রিটারিয়ারিং রুমওয়েটিং হল কর্মক্ষেত্র এবং আবাসিক প্রাঙ্গণ। শিয়ালদহ ডিভিশনের মধ্যেও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম হয়েছে। হাওড়া বিভাগের মধ্যে, প্রচেষ্টাগুলি নির্বিড় পরিচ্ছন্নতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল, কলোনী এবং হাসপাতালের আবর্জনা নিষ্পত্তি, বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং ডাস্টবিনের ব্যবস্থা, সৌন্দর্যায়নের জন্য প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপণ এবং ল্যান্ডস্কেপিং স্ক্চ এবং ভেজা ডাস্টবিন ব্যবহার করে বর্জ্য পৃথকীকরণের সুবিধা সম্পর্কে শিক্ষিত করার জন্য প্রচারাভিযান চালানো করা হয়েছে। এছাড়াও পরিচালনা। রেস্ট হাউস, রানিং রুম, ওয়েটিং রুম, ডরমিটরিতে নির্বিড় পরিচ্ছন্নতা সঞ্চালিত হয়েছিল। আসানসোল বিভাগে, বৈদ্যুতিক লোকো শেড, হাসপাতাল, কোচিং ডিপো, রেলওয়ে কলোনী, অবসর রুমওয়েটিং হল কর্মক্ষেত্র এবং আবাসিক প্রাঙ্গনে নির্বিড় পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হয়েছিল। রেলওয়ে চত্বরে বৃক্ষরোপণ ও ল্যান্ডস্কেপিংও করা হয়। মালদা বিভাগ এবং পূর্ব রেলওয়ের কর্মশালায়, স্বচ্ছ কার্যালয়, স্বচ্ছ কলোনী এবং পরিসর দিবস ও স্বচ্ছতা পাখওয়াদা উপলক্ষ্যে পালন করা হয়েছিল।

বিপন্ন প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার

মালিগাঁও, ২৬ সেপ্টেম্বর : গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ট্রেন নং. ১৩১৭৬ (শিলচর-শিয়ালদহ) কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থেকে বৃহৎ পরিমাণে বিপন্ন প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করে। ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে আইপিএফ। সিআইবি/ লামডিং কিছু অল্পত পরিমাে ব্যক্তি বৃহৎ পরিমাণের কচ্ছপ পরিবহণ করা সম্পর্কে গোয়েন্দা সূত্রে খবর লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি আইপিএফ/ আরপিএফ/ লামডিং এবং জিআরপিলাডিং-এর কাছে পাঠানো হয়। এরপর ট্রেন নং. ১৩১৭৬ লামডিং রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছানোর সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবে সিআইবি/ লামডিং-এর একটি টিম এবং আরপিএফ ও জিআরপি, লামডিং-এর আধিকারিকরা যৌথভাবে ট্রেনের ভেতরে অভিযান চালায়। তাল্লাশি অভিযানের সময় দুইজন ব্যক্তির বার্থের নীচে থাকা ০৬টি সন্দেশজনক কালো রঙের ব্যাগ তারা প্রত্যক্ষ করে। অভিযানকারী দলটি ব্যক্তি দুজনকে তাদের ব্যাগগুলি খোলার নির্দেশ দেয়। সেই অনুযায়ী তারা ব্যাগগুলি খোলার পর প্রত্যেকটি ব্যাগ থেকে দুটি করে প্লাস্টিক কন্টেনার বের করা হয় এবং সেগুলির ভেতর থেকে মোট ৭৪টি কচ্ছপ পাওয়া যায়। আরও জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা স্বীকার করে যে কচ্ছপগুলি তারা শিলচর থেকে গুয়াহাটি নিয়ে যাচ্ছিল। সমস্ত ধরনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ধৃত এই দুই ব্যক্তিকে ব্যাপ্রাণী পাত্র ও ব্যাগগুলি সহ উদ্ধারকৃত কচ্ছপগুলি আরপিএফপোস্টলামডিং-এর হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে এই ঘটনাটি লামডিং রেঞ্জের ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারকে জানানো হয়। ফরেস্ট অফিসার ও কর্মচারীদের একটি দল সঙ্গে সঙ্গে আরপিএফ/ স্টেড লামডিং-এর কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সহ ৭৪ টি কচ্ছপের জিন্মা নিয়ে এবং ধৃত দুই ব্যক্তিকে ব্যাপ্রাণী সুরক্ষা আইনের অধীনে গ্রেপ্তার করে। কচ্ছপ উদ্ধার সম্পর্কে লামডিং ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন-১৯৭২-এর ৫০, ৫১, ৩৯, ৪৪, ৪৮ (এ)ধারার অধীনে একটি মামলা (নং.-এল-০৫ অব ২৩-২৪, তারিখ-২৫।০৯।২০২৩) দায়ের করে। আর-হোয়াই সিজেএম- এর নিম্ন জেলা আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হাজির করানো হয়।

অনিয়মভাবে বেতন পাওয়ার অভিযোগ সহ একাধিক সমস্যার প্রতিবাদ জানিয়ে চাঁচল হাসপাতালে বিক্ষোভ অস্থায়ী কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ সেপ্টেম্বর : অনিয়মভাবে বেতন পাওয়ার অভিযোগ সহ একাধিক সমস্যার প্রতিবাদ জানিয়ে চাঁচল সুপারস্পেশ্যা়লিটি হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখালো অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা। মঙ্গলবার দুপুরে আচমকায় সাফাই কর্মীদের এই কর্ম বিরতির জেরে চরম সমস্যায় পড়তে হয় রোগী এবং তাদের আত্মীয়দের। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে এই বিক্ষোভ। সাফাই কর্মীদের কর্মবিরতি ও বিক্ষোভের জেরে অচলাবস্থা দেখা যায় চাঁচল সুপার স্পেশা়লিটি হাসপাতাল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল সুপার স্পেশা়লিটি হাসপাতালে সাফাই কর্মী, গ্রুপ ডি স্টাফ ও নিরাপত্তা রক্ষী নিয়ে মোট সংখ্যা ১৫১ জন রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই একটি সংস্থার অন্তর্ভুক্ত। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, করনো পরিস্থিতি থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত এই সাফাই কর্মীরাই



নিজদের জীবন বাজি রেখে সাপা ত াজ সাফাইয়ের কাজ করেছেন। অথচ, নতুন সাফাই এজেন্সি দায়িত্বে আসার পরেই চাঁচল সুপার স্পেশা়লিটি হাসপাতালের সমস্ত সাফাই কর্মীদের বেতন কাটছাট করা হয়েছে। প্রত্যেকজন সাফাই কর্মীর বেতন থেকে ২ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা কোনো কারন ছাড়াই কেটে নেওয়া হয়েছে। একাধিকবার এজেন্সিকে জানিয়েও কোনো সুবাহা হয়নি। যার ফলে এদিন বিক্ষোভের পথে হাটলেন সাফাই কর্মীরা। এদিন সকাল থেকে হাসপাতালে কর্মবিরতি রাখেন সাফাই কর্মীরা তারপর হাসপাতালে মূল ফটকের সামনে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মূলতঃ কি কারণে তাদের

বাচ্চা বদলের অভিযোগে চাঁচল হাসপাতালে ইসলামপুরে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : গত ২৩ তারিখ মহঃ দাবির তার স্ত্রী অনোয়ারা বেগমকে ইসলামপুর সুপার স্পেশা়লিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। বিকাল তিনটা নাগাদ স্ত্রীকে তেলিভারি রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরে হাসপাতালের এক নার্সিং স্টাফ এসে বলেন তার ছেলে হয়েছে। এর ১৫ মিনিট পরে বেশ কিছু নার্সিং স্টাফ তার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং

জিজ্ঞাস করে তিনি কি জানেন যে তার পেশেন্ট এর কি হয়েছে ছেলে না মেয়ে? উত্তরে আবেদ জানান, জানানো হয়েছে যে তার ছেলে হয়েছে। এই কথা শুনে সেই নার্সিং স্টাফেরা সেখানে ছেলে যায়। এর মিনিট দশক পরে একজন নার্সিং স্টাফ এসে তাকে জানায় তার ছেলে হয়নি তার মেয়ে হয়েছে। এই ঘটনার পরে জ্যোড়ন্ত বয়েসে প্যারেন না কোন কথা টি সঠিক। তাই তিনি

একটি দেশি পিস্তল এবং এক রাউন্ড গুলি সহ গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২৬ সেপ্টেম্বর : একটি দেশি পিস্তল এবং এক রাউন্ড গুলি সহ গোলাহাট এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কান্দি থানার পুলিশ। গতকাল অর্থাৎ সোমবার রাতেদি থানার অন্তর্গত গোলাহাট এলাকায় হাটতে হাটতে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল তখনই ওই ব্যক্তিকে কান্দি থানার পুলিশের সদস্যে হওয়ায় কান্দি থানার পুলিশ রহতত শেখ নামের ওই ব্যক্তিকে তাল্লাশি চালায় এবং তার কাছ থেকে কান্দি থানার পুলিশ গতকাল অর্থাৎ সোমবার রাতে একটি দেশি পিস্তল এবং এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে এবং রহতত শেখ নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত রহতত শেখের বাড়ি কান্দি থানার অন্তর্গত যশোহরী এলাকায়, ধৃতের বিরুদ্ধে কান্দি থানার পুলিশ মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ 25 (।) (ক) আর্মস অ্যান্ড ধারায় মামলা রুজু করে কান্দি মহকুমা আদালতে পেশ করে কান্দি থানার পুলিশ। এবং ধৃত ব্যক্তি কি উদ্দেশ্যে আয়োজ্ঞান্ত নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যশবন্তপুর এক্সপ্রেস কামরায় খোঁয়া, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : ব্যান্ডালোর গামী যশবন্তপুর এক্সপ্রেস কামরায় খোঁয়া বের হওয়ায়, আতঙ্ক ছড়ালো রেলযাত্রীদের মধ্যে। জানা গেছে, বিহারের মজফরপুর থেকে ব্যান্ডালুর্কগামী উড়ন যশবন্তপুর এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরা থেকে খোঁয়া দেখা যায়। বীরভূমের কোপাই স্টেশন পার হওয়ার পর প্রান্তিকে ট্রেনকে দাঁড় করানো হয়। তড়িতিত রেলকর্মীরা খোঁয়া নিয়ন্ত্রণে লগে পড়েন। তার আগেই সাধারণ কামরা খালি করে দেওয়া হয়। বোলপুর থেকে মকমল ইলিশ গিয়ে আশুন পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। এরফলে ট্রেনটি তিন ঘণ্টা দেরিতে চলে। রেলযাত্রীদের অভিযোগ, হঠাৎ কামরায় খোঁয়া বের হচ্ছে। দেশে সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পরি।

মেট্রো স্টেশনে খাবারের স্টল পরীক্ষা

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : মেট্রো রেলওয়ে ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ‘স্বচ্ছতা পাখওয়াদা’ পালন করছে। এই পাখওয়াদা চলাকালীন, স্টেশন, ট্রেন, কলোনী, হাসপাতাল এবং অন্যান্য রেলওয়ে স্থাপনায় নির্বিড় পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটাইজেশন অভিযান চালানো হচ্ছে। মেট্রো যাত্রীদের জন্য ‘স্বচ্ছ অহার এবং স্বচ্ছ নীরা’ নিশ্চিত করার জন্য, মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনে খাবারের স্টলগুলির নির্বিড় চেকিং আজ মেট্রো আধিকারিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এই অভিযানের সময় এই খাবারের স্টলসে পরিচ্ছন্নতার মান, সমস্ত খাদ্য সামগ্রী তৈরির তারিখ, বাসনপত্র পরিষ্কার করা, জলের উৎস, আবর্জনা নিষ্কাশনের পদ্ধতি খতিয়ে দেখা হয়। এই খাবারের স্টল চালানোর জন্য প্রবাসীদের সমস্ত কাগজপত্রও যাচাই করা হয়েছে।

ABUJHATI-1 GRAM PANCHAYAT Jhapandanga: Purba Bardhaman Tender reference no:- 1) Memo No:- 348/Abuj-1/ 2023-2024. Date: 26/09/2023 2) Memo No:- 347/Abuj-1/ 2023-2024. Date: 26/09/2023 3) Memo No:- 346/Abuj-1/ 2023-2024. Date: 26/09/2023 e-Tenders are hereby invited by the Pradhan of Abujhati-1 Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tenders from 26/09/2023 To 03/10/2023 up to 10.00 A.M. For further details please visit the website https://wbtdenders.gov.in.

ভুয়ো চিকিৎসকের

হৃদিস মেলার

অভিযোগ ঘিরে

শোরগোল

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ সেপ্টেম্বর : ভুয়ো চিকিৎসকের হৃদিস মেলার অভিযোগ ঘিরে শোরগোল পড়েছে কোচবিহারে। মঙ্গলবার শহরের ধর্মতলা এলাকায় ওই ‘ভুয়ো’ চিকিৎসককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দা ও রোগীরা। তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত রতনচন্দ্র সরকার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। কয়েকমাস ধরে তিনি ধর্মতলা এলাকায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেন। তার প্রেসক্রিপশনে নিউরো ফিজিশিয়ান, এমবিবিএস, এমডি (এইমস) লেখা রয়েছে। দালাল মারফত বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগী নিয়ে এসে তাদের ভুল চিকিৎসা ও প্রচুর পরিশ্রমে টেস্ট, ওষুধ লিখে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। বিশেষ করে অসম থেকে আসা রোগীরাই তার টার্গেট ছিল। এদিন তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি রতনচন্দ্র সরকারের দাবি, তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রয়েছে। তিনি ভুয়ো নন। অন্যদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে

এলেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ২৬ সেপ্টেম্বর : নলহাটি ২ ব্লকের শীতলগ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর গ্রামে ব্রাহ্মণী নদী ও একটি শাখা নদীর জল গ্রামে চুকেছিল গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাত্রে। কার্যত তিনদিন গ্রামের মানুষজন গ্রাম থেকে বের হতে পারে নি। ধীপের মতো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পড়ই ওই বসবাসকারী মানুষজনের কাছে পৌঁছালো স্বাস্থ্য দফতর। ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার নলহাটি দুই ব্লকের লোহাপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিক ডাক্তার সুব্রজি কর্মকার এবং তার নেতৃত্বে নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীরা ঐ গ্রামে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন গ্রামবাসী ও খুদে পড়ুয়াদের। গ্রামের এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর চিকিৎসা করেন তারা। বাড়ি গিয়ে চিকিৎসা করে আসেন ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। চিকিৎসার পাশাপাশি তাদের ওষুধও দেওয়া হয়। এছাড়াও মানুষজনকে সতর্ক করা হয় ডেঙ্গু নিয়ে ও পরিস্কার পানীয় জল খাওয়ার, কারণ এই সময় জল বাহিত নানান পেষ্টের রোগ হয়।

মহিলা ঢাকিরা মহড়া দিতে ব্যস্ত

রাজ কুমার ঘোষ, কালনা, ২৬ সেপ্টেম্বর : আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। এই বছর বেড়েছে পুজোর সংখ্যা আর এই পরিসংখ্যানকে হাতিয়ার করে মস্তেস্তুরের মহিলা ঢাকিরা চরম উৎসাহ নিয়ে নেমে পড়েছেন মহড়া দিতে। মহিলা ঢাকিদের আশা এবারের উৎসবে তাদের রোজগারের অর্থ কিছুটা হলেও বাবে। পূর্ব বর্ধমানের জেলার মস্তেস্তুর থানার মামুদপুর দাসপাড়ায় রয়েছেন মহিলা ঢাকির দল। সংসার সামলে ঢাক বাজান তারা বাড়তি রোজগারের আশায়। ঢাক আসে নানা পুজো মন্ডপে। তবে এই বার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় জোরকদমে চলছে মহড়া ঢাকি পাড়ায়। সংসারের যাবতীয় কাজ সামলে কাপে তুলে নিয়েছেন ঢাক। কোমর দুলিয়ে আওয়াজ তুলেছেন উৎসবের সুর। সারা বছর তাই এই সময়ের দিকে চেয়ে থাকেন মহিলা ঢাকিরা। বৃকিং আসছে বানা জায়গা থেকে। তাই মামুদপুরের দাসপাড়ায় মহিলা ঢাকিদের মধ্যে খুশির হাওয়া। সংসারের যাবতীয় কাজ সামলে প্রতিদিনের একটা সময় শুধুই চলছে চর্চা ঢাকি পাড়ায় ।



KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (Electrical)/Zone-V/Br-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works: 1. NIT No.: KMC/LTGV/118/23-24/L03 (1st call) Name of work : Improvement of existing street lighting system by remodelling of existing poles and fittings at Abdul Kalam Park, Netaji Sporting Club and other areas in Ward No.-118 under Br-XII, KMC. Estimated Amount : Rs. 4,84,141.41. Earnest Money:Rs. 9,690.00. Period of Completion: 27 Days. 2. NIT No.: KMC/LTGV/118/23-24/ARM (1st call) Name of work : Improvement of park namely A.P.J. Abdul Kalam Park, Dr. Chhapriya Basu Park, Sachin Chatterjee Park, Desampayoti Jolasoy & Kaillash Temple Garden in Wd.No. 118, 154-Behala (West) Assembly Constituency. Estimated Amount : Rs. 4,90,943.10. Earnest Money: Rs. 9,820.00. Period of Completion: 30 Days. 3. NIT No.: KMC/LTGV/115/23-24/BPC (1st call) Name of work : Installation of new steel tubular posts adjacent to BSNL posts at Water Logging areas of Sodepur 2nd Lane, Chader Village, Taramoni Ghat Rd and other areas in Ward No. 115. Estimated Amount : Rs. 4,86,373.58. Earnest Money: Rs. 9,730.00. Period of Completion: 30 Days. Last date & time of submission of bid: 10.10.2023 at 4 p.m. (for sl. no.1 to 3). The bid forms and other details are available on & from 26.09.2023 at 4 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in (for.sl.no.1 to 3).	Last date & time of submission of bid: 10.10.2023 at 12 noon (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on & from 23.09.2023 at 5 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in (for.sl.no.1 & 2).
The Director General(E),KMC invites tender online quoted rate in two bid system for following works: 1. NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/CMO/80/23-24 Name of work : Installation of video monitoring system at different places of A.C.(S) Department in CMO Building, KMC. Estimated Amount : Open. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of Completion: 15 Days. 2. NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/CMO/82/23-24 Name of work : Supply of 6 nos 180AMP Battery for 3 nos Diesel Generator sets situated at CMO Building, KMC. Estimate Amount: Open. Earnest Money: Rs. 2,700.00. Period of Completion: 7 Days. Last date and time of submission of bid: 09.10.2023 at 2 p.m. (for.sl. no.1 & 2). 3. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/90/23-24 Name of work : Operation and maintenance of street lighting system in Ward No.-106, Br-XII. Estimated Amount: Rs. 4,95,001.00. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of Completion: 365 Days. 4. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/91/23-24 Name of work : Operation and maintenance of street lighting arrangement at Chowbagha, West Chowbagha, Bantala etc area in Ward No.-108, Br-XII. Estimated Amount : Rs. 4,46,702.00. Earnest Money: Rs. 9,000.00. Period of Completion: 365 Days. 5. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/92/23-24 Name of work : Operation and maintenance of street lighting system at V.I.P. Nagar, Panchannagram, Anandapur, Madurdaha etc areas in Ward No.-108, Br-XII. Estimated Amount : Rs. 4,46,961.00. Earnest Money: Rs. 9,000.00. Period of Completion: 365 Days. 6. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/104/23-24 Name of work : Improvement of street lighting system with LED fittings at Gulshan Colony, Madurdaha etc areas in Ward No.-108, Br-XII. Estimated Amount : Rs. 2,27,044.94. Earnest Money: Rs. 4,600.00. Period of Completion: 25 Days. Last date and time of completion of bid: 06.10.2023 up to 3 p.m. (for.sl. no.3 to 6). The bid form and other details are available on and from 29.09.2023 at 3 p.m. from the website : https://wbtdenders.gov.in (for sl. no.1 & 2) and 22.09.2023 at 2 p.m. from the website : https://etender.wb.nic.in (for.sl.no.3 to 6).	The Executive Engineer (Electrical), Lighting Z-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works: 1. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/350 Name of work : Supply & delivery of LED street light fittings at Hospital Road, Cathedral Road & D.L.Khan Crossing in Ward No.63, Br-VII. Estimate Amount : Rs. 1,93,756.00. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 30 Days. Last date and time of submission of bid: 06.10.2023 at 12 noon. Technical bid open on: 07.10.2023 at 12 noon. 2. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/357 Name of work : Installation of some new lights at inside the rest portion of the Deshapriya Park in Ward No. 85, under Br-VIII. Estimate Amount : Rs. 2,96,674.00. Earnest Money: Rs. 6,000.00. Period of Completion: 20 Days. 3. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/359 Name of work : Beautification (electrical and its related work) on Lake Road opposite Vivekananda Park near Kamala Girl's School in Ward No. 86, under Borough-VII. Estimate Amount : Rs. 3,55,307.00. Earnest Money: Rs. 7,200.00. Period of Completion: 16 Days. 4. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/354 Name of work : Renovation of street lighting system at Lake Range, Boroj Road and surrounding areas in Ward No. 87, under Br-VII. Estimate Amount : Rs. 1,99,267.00. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 15 Days. 5. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/356 Name of work : Improvement of street lighting system at Allenby Road and others surrounding areas in Ward No. 70, under Br-VII. Estimate Amount : Rs. 3,59,352.00. Earnest Money: Rs. 7,200.00. Period of Completion: 20 Days. 6. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/360 Name of work : Repairing of lighting system by different lighting accessories at Justice Dwaraka Nath Road, Heysham Road and others surrounding areas in Ward No. 70, under Br-VIII. Estimate Amount : Rs. 1,99,313.00. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 18 Days. 7. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/355 Name of work : Supply and delivery of LED street light fittings to replace the damaged fittings at Monohar Pukur Road and other different areas in Ward No. 85, under Br-VIII. Estimate Amount : Rs. 1,99,245.00. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 10 Days. Last date and time of submission of bid: 10.10.2023 at 12 noon (for sl. no. 2 to 7). Bid opening date for technical proposal on: 10.10.2023 at 2.30 p.m. (for sl. no. 2 to 7). The bid forms and other details are available on and from 26.09.2023 at 5 p.m. (for.sl. no. 1 to 1) and 26.09.2023 at 6 p.m. (for.sl. no. 2 to 7). The website : https://etender.wb.nic.in (for.sl.no.1 to 7).
The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works: 1. NIT No.: LTG/I/104/9V-II/23-24 Name of work : Improvement of bustee lighting arrangement at J.M.M. Row bustee and other bustee areas in Ward No.-49. Estimate Amount: Rs. 1,91,469.00. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 45 Days. 2. NIT No.: LTG/I/142/48/VII-Z/II/23-24 Name of work : Installation of lighting system with allied electrical works at B.B. Ganguly Street and other places of Ward-48. Estimate Amount: Rs. 4,99,912.00. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of Completion: 45 Days. Last date and time of submission of bid: 09.10.2023 up to 4 p.m. (for.sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 26.09.2023 at 6 p.m. from the website : http://etender.wb.nic.in (for.sl. no.1 & 2).	
The Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-I/ Borough-III, KMC invites E-tender online percentage bid system for the following works: 1. NIT No.: LTG/I/34/WB-30/BR-III/INST/1-23-24 Name of work : Installation of A.C. Machines & other electrical allied works at Borough-III office in Ward No.-30. Estimated Amount: Rs. 2,49,183.16. Earnest Money: 5,000.00. Period of Completion: 20 Days. 2. NIT No.: LTG/I/70/WD-14/BR-III-Z/1-23-24 Name of work : Improvement work of bustee lighting by LED lights instead of HPSV lights at 15 no. M.P. Rd Bustee & other bustee in Wd.-14. Estimated Amount: Rs. 1,99,869.29. Earnest Money: 4,000.00. Period of Completion: 30 Days.	

‘গবেষণা করেছি’ ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আসার আগে বলছেন বাবর আজম!

লাহোর, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ পাকিস্তান স্কোয়াডের হাতে গোনা এক-দু’জন ভারতের মাটিতে খেলেছেন। একজন মহম্মদ নওয়াজ। তালিকায় নেই পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজমের নাম। প্রথম বার ভারতের মাটিতে খেলবেন বাবর। পাকিস্তান দলকে নেতৃত্বও দেবেন। সোমবার রাতেই পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ভিসা সমস্যা মিটে যায়। দুবাই হয়ে বুধবার হায়দরাবাদে পৌঁছাবে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। ভারতে খেলার অভিজ্ঞতা না থাকলেও যথেষ্ট গবেষণা করেছেন, এমনটাই দাবি পাক অধিনায়ক বাবর আজমের। ভারতে রওনা হওয়ার আগে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। কী বলছেন পাকিস্তান অধিনায়ক? এর আগে শেষ বার ভারতের মাটিতে আইসিসি ইভেন্ট বলতে ২০১৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। চোটের জন্য ভারতে আসতে পারেননি বাবর। বর্তমান স্কোয়াডের মহম্মদ



নওয়াজ এবং আঘা সলমান সেই দলে ছিলেন। পাক অধিনায়ক বলছেন, “আমরা বেশির ভাগ জনই ভারতের মাটিতে খেলিনি। তাই নিয়ে খুব একটা চাপও নেই। ভারতের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা করেছি। শুনেছি, এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতোই পরিস্থিতি হবে।” ভারত সফর নিয়ে গর্বিত বাবর আজম। ওয়ান ডে ফরম্যাটে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার বলছেন, “আমার কাছে খুবই গর্বের মুহূর্ত। ক্যাপ্টেন হিসেবে ভারতে যাচ্ছি। আশাকরি, এ বার ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরব।” পাকিস্তানের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে বাবর আজমের ওপর। এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন। এর পর অবশ্য আর ভরসা দেওয়ার মতো ব্যাটিং করতে পারেননি। ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআইতে এখনও অবধি হাফসেঞ্চুরিও পেরোতে পারেননি। ১৪ অক্টোবর বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচ নিয়ে বাবর বলছেন, “এখন থেকেই রোমাঞ্চ হচ্ছে। আমেদাবাদের গ্যালারি পূর্ণ থাকবে। দক্ষতা অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করব। তবে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নিয়ে চিন্তিত নই। আমি যেমনই পারফর্ম করি, সেটা যেন দলের কাজে লাগে, সেই লক্ষ্যই থাকবে।”

রাজকোট পৌঁছে গেল মেন ইন ব্লু, দলে যোগ দিলেন বিরাট-রোহিত



রাজকোট, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ বিশ্বকাপের আগে মেন ইন ব্লু এখন লক্ষ্য অজিরে হোয়াইটওয়াশ করা। প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্বকাপের আগে ৩-০ ব্যবধানে হারাতে পারলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। এক ম্যাচ বাকি থাকতেই অবশ্য তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ পকেটে পুরেছে

ভারত। আগামিকাল রাজকোটে অজিদের বিরুদ্ধে ভারতের শেষ ওডিআই ম্যাচ। ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেটাররা রাজকোটে পৌঁছে গিয়েছেন। বিসিসিআইয়ের সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ সেই ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ ভাইরাল হওয়া ভিডিয়ো মারফত জানা গিয়েছে, ভারতীয় দলের সঙ্গে

যোগ দিলেন নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি। এই দু’জনই অজিদের বিরুদ্ধে প্রথম দুই ম্যাচে বিশ্রামে ছিলেন। রোহিতের অনুপস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ২ ম্যাচে ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন হিসেবে দেখা গিয়েছিল লোকেশ রাহুলকে। রোহিত ফেরায় তৃতীয় ম্যাচে তিনিই নেতৃত্ব দেবেন।

একের পর এক নিখুঁত লাফ, ৪১ বছরে এল প্রথম সোনা

হানবাউ, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ শুটিং, ক্রিকেটের পর এ বার ১৯তম এশিয়ান গেমসে ইকুস্ট্রিয়ান সোনা এল ভারতে। এশিয়াডের তৃতীয় দিন সোনালি মুহূর্ত তৈরি করলেন ভারতের ইকুস্ট্রিয়ানরা। ৪১ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম ইকুস্ট্রিয়ান থেকে সোনা জিতল ভারত। ভারতের মিজভ টিম চিন, হংকংকে পিছনে ফেলে সোনা জিতল। ইকুস্ট্রিয়ানে ভারতের সোনারাজ্যী দলের সদস্যরা হলেন-হৃদয় ছোনা, দিব্যাকৃতি সিং, অনুষ্ আগরওয়ালা এবং সুদীপ্তি হাজেলা। মোড়ার খেলা ইকুস্ট্রিয়ানে ১৯৮২



সালের এশিয়ান গেমসে শেষ বার পদক এসেছিল ভারতে। সে বার দিল্লি এশিয়ান গেমসে ভারত ইকুস্ট্রিয়ান থেকে ৬টি সোনা জিতেছিল। দীর্ঘ ৪১ বছর পর ড্রেসেজ ইভেন্টে ভারত ২০৯.২০৫ পয়েন্ট নিয়ে সোনা জিতেছে। ২০৪.৮৮২ পয়েন্ট নিয়ে রুপো পেয়েছে চিন এবং ২০৪.৮৫২ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছে হংকং, চীন। শুটিং, ক্রিকেটের পর ১৯তম এশিয়ান গেমসে এটি ভারতের তৃতীয় সোনা। এই নিয়ে এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে ইকুস্ট্রিয়ান থেকে মোট চারটি পদক এল ভারতে। ১৯তম এশিয়ান গেমসে ইকুস্ট্রিয়ান সোনার পাশাপাশি সেইলিংয়ে মহিলাদের ডিঙ্গি আইএলসিএ৪ ইভেন্টে রুপো পেয়েছেন নেহা ঠাকুর। এ বারের এশিয়ান গেমসে সেইলিংয়ে এটি ভারতের প্রথম পদক। এবং এশিয়াডের তৃতীয় দিন এটি ভারতের প্রথম পদক। ১৭ বছর বয়সী ভারতীয় সেইলার নেহা ঠাকুর মহিলাদের

তার মোট পয়েন্ট ৬২ হলেও সার্বিক পয়েন্ট দাঁড়ায় ২৭-এ। ভোপালের জাতীয় সেইলিং স্কুল থেকে উঠে এসেছেন ভারতের তরুণ সেইলার নেহা ঠাকুর। তার বাড়ি মধ্যপ্রদেশের দেওয়াস জেলার আমলাতাজ গ্রামে। নেহার বাবা পেশায় চাষি। ভারতীয় রাইজিং সেইলার নেহা অবশ্য লাইমলাইটে আসেন ২০২২ সালের মার্চে। তিনি আবু ধাবিতে হওয়া এশিয়ান সেইলিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন। সেই পদকের সুবাদে তিনি হানবাউতে চলতি এশিয়ান গেমসে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সুযোগ বেশ কাজে লাগালেন নেহা। এবং এশিয়াডের মধ্যে দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন। নেহার সাফল্য দেশে সচেতনতা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তারপর দিনের দ্বিতীয় পদকও আসে সেইলিং থেকে। নেহার পর সেইলিংয়ে আরএস-এক্স পুরুষদের ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন ইবাদ আলি।

৫ প্রতিপক্ষকে হেলায় উড়িয়ে কোয়ার্টারে থামলেন ফেন্সার ভবানী দেবী

হানবাউ, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ টেকিও অলিম্পিকে পা রেখে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। এশিয়ান গেমসেও এক নতুন ইতিহাস তৈরির পথে পা বাড়িয়েছিলেন ভারতের তারকা ফেন্সার ভবানী দেবী। মেয়েদের সাত্রে ইভেন্টের শেষ ১৬য় উঠেছিলেন তিনি। ৬০ বছরের ফেন্সার দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। তাঁর গ্রুপে যে পাঁচ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাদের সবাইকে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টারে ওঠেন। সেখানে জিতে ওঠেন কোয়ার্টার ফাইনালে। বিধ্বংসী ফর্মে দিলেন, সন্দেহ নেই। এশিয়ান গেমসের প্রথম পদকের আরও কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এই ছদ্ম যদি ধরে রাখতে পারলে স্বপ্নপূরণ হতই পারত তার। ফেন্সিংয়ে সিঙ্গাপুরের জুসিয়েট জিই মিনের বিরুদ্ধে ছিল প্রথম ম্যাচ। তাঁকে দাঁড়াতেই দেননি ভবানী। ৫-২ জিতে নেন বাউটা। পরের প্রতিপক্ষ সৌদার আলহানসা আলহামাদও কিছু করতে পারেননি ভারতীয় ফেন্সারের বিরুদ্ধে। ভবানী জেতেন ৫-১। তবে গ্রুপের সবচেয়ে কঠিন ম্যাচ ছিল করিনা লোসপের বিরুদ্ধে। যিনি আবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ মেডেলও পেয়েছিলেন। ভবানীর আগ্রাসনের সামনে করিনা হেরেছেন ৬-০। তৃতীয় বাউটে জয় ভবানীকে আরও আত্মবিশ্বাস

দিয়েছিল। শেষ দুটো বাউটে সেই বলকই দেখা গিয়েছে। দুই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অ্যাটাকিং মোডেই শুরু করেন। উজবেকিস্তানের জিনাব দায়িবেকভকে খুব কম সময়ের মধ্যে ৫-১ হারিয়েছেন। শেষ বাউটে বাংলাদেশের রোকসানা খাতুনও দাঁড়াতে পারেননি। হেরেছেন ১-৫। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তাইল্যান্ডের ফেন্সার তনখাও ফোকায়িউয়ের বিরুদ্ধে নানেন ভবানী। যে ফর্মে ছিলেন, এই ম্যাচ জিততে তাঁর অসুবিধা হয়নি। টেকিও অলিম্পিকে নেমে করে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন ভবানী। এর আগে কোনও ভারতীয় ফেন্সিংয়ে অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন করেনি। পদকই নিয়ে ফিরতে চেয়েছিলেন টেকিও থেকে। তা সম্ভব হয়নি। সেই স্বপ্ন যে অটুট রয়েছে, এশিয়ান গেমসে তা প্রমাণ করে দিচ্ছিল। হানবাউ গেমসে পদক নিয়ে ফিরতে পারলে ভারতীয় খেলার ইতিহাসে চিরকাল থেকে যেত ভবানীর নাম। অবশ্য কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেলেন ভবানী দেবী। মেয়েদের সাত্রে ব্যক্তিগত ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে চিনের শাও ইয়াকির কাছে ভারতের ভবানী দেবী ৭-১৫ ব্যবধানে হেরে গেলেন। এ বারের মতো শেষ হল ভবানী দেবীর এশিয়ান গেমস যাত্রা।

নেইমার জানালেন কোচের ছাঁটাই করতে চাওয়ার খবর ভুয়ো

রিয়াম, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ আল হিলালে যোগ দিয়ে এখন পর্যন্ত মাত্র ৬ ম্যাচে মাঠে নেমেছেন নেইমার। এই তিন ম্যাচে ২টি ‘অ্যাসিস্ট’ করানো। করলেও পাননি গোলের দেখা। মাঠের পারফরম্যান্সে এখনো নিজেকে মেলে ধরতে না পারলেও এরই মধ্যে জড়িয়েছেন বিতর্কে। কোচের সঙ্গে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে যাওয়ার খবরও সামনে এসেছে। সংবাদমাধ্যমে এমন গুঞ্জনও উঠেছিল, নেইমার নাকি আল হিলালে কোচ জর্জ জেসুসকে ছাঁটাইয়ের দাবি তুলেছেন। কিন্তু খবরটি মিথ্যা দাবি করে নিজের ইনস্টাগ্রামে নেইমার লিখেছেন, ‘মিথ্যা। আপনাদের এগুলো বিশ্বাস করা থামাতে হবে। এমন সব পেজ যেখানে লাখ লাখ অনুসারী, সেখানে মিথ্যা খবর প্রকাশ করা অমুচিত। দয়া করে এগুলো বন্ধ করুন।’ অথচ সংবাদমাধ্যমে গুঞ্জন ছড়িয়েছিল, নেইমারের সঙ্গে তাঁর ক্লাবের কোচের বিরোধের সুত্রপাত এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে উজবেকিস্তানের ক্লাব

নান্ভাবাহোরের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে। সেদিন নেইমারের পারফরম্যান্সে খুশি হতে পারেননি কোচ জেসুস। এ নিয়ে নাকি দ্বন্দ্বও জড়িয়ে পড়েন গুরু-শিষ্য। নেইমারের কোচ ছাঁটাইয়ের দাবির খবরটি সামনে এসেছিল স্প্যানিশ সংবাদ মুদো দেপোর্তিভো। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছিল, নেইমার পারফরম্যান্সে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সমালোচনা করায় দুজনের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। যে কারণে এখন কোচকে আর ডাগআউটে দেখতে চান না নেইমার। প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছিল, ক্লাব পরিচালকেরা এরই মধ্যে জেসুসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে পারফরম্যান্সের উন্নতি না হলে



দামি এ খেলোয়াড়। অভিষেকের কয়েক দিনের মধ্যে কোচের সঙ্গেই জড়িয়ে পড়লেন দ্বন্দ্ব। এখন শেষ পর্যন্ত এই বিরোধ কোথায় ঠেকে, সেটিই দেখার অপেক্ষা। এর আগে দুই বছরের চুক্তিতে আল হিলালে যোগ দেওয়ার পর নেইমার বলেছিলেন, “আমি খেলার নতুন একটি ইতিহাস লিখতে চাই। সৌদি প্রো

লিগে এখন অসাধারণ প্রাণশক্তিসম্পন্ন এবং মানসম্মত খেলোয়াড় আছে। আমি জিততে এবং গোল করতে ভালোবাসি। আল হিলালের হয়ে সৌদি আরবেও আমি এটা করে যেতে চাই।” তবে বড় খবর দিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিক আদেমির কুইস্তিনো। তিনি বলেছেন, নেইমার আল হিলাল ছেড়ে সান্তোসে ফিরতে চান। সেখানে খেলে তিনি ২০২৬ সালের জন্য প্রস্তুতি নিতে চান। কুইস্তিনো বলেছেন, “নেইমার সিনিয়র এবং নেইমার জুনিয়রের এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেছেন, নেইমার চার বছরের বদলে দুই বছরের চুক্তি করেছে। কারণ, বিশ্বকাপের এক বছর আগে সে সান্তোসে ফিরে আসতে চায়। নেইমার সান্তোসকে এসব কথা জানিয়েছে এবং ফিরে আসার কথা বলেছে। নেইমারের এক বন্ধু যে কিনা আমারও বন্ধু, সে আমাকে বলেছে, নেইমারের সান্তোসে ফিরে আসতে চায়।”

সেঞ্চুরি পাঁচটা করি বা নাও করি, তাতে কিছু যায় আসে না বিশ্বকাপ জিততে চাই রোহিত

রাজকোট, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হবে আইসিসি বিশ্বকাপ। টিম ইন্ডিয়া আশা করবে ২০১১ বিশ্বকাপের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করবে। ২০১১ সালে টিম ইন্ডিয়া মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জিতেছিল। ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলেছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ক্রীড়া সাংবাদিক সুবিল কুমারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেছেন, “বিশ্বকাপ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি, আমি শুধু বিশ্বকাপ দেখি ভাই, মুখ নয়, আমি বিশ্বকাপ দেখি, যেটি তিনটি স্তরের উপর নির্মিত। এবং তার উপর বিশ্বকাপ।” এরপরে রোহিত শর্মা আরও বলেন, “আমি ওটাকে দেখছি, কারণ আমি কখনও বিশ্বকাপ জিততে পারিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছি, কিন্তু ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ কখনই নয়। এটি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। এবং এটি একটি বিশেষ অর্জন হবে। কারণ প্রথমবার যখন বিশ্বকাপ খেলা হয়েছিল, তখন মাত্র ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ খেলা হয়েছিল। আমরা

জান্য, যখন বিশ্বকাপের কথা আসে, আমাদের ইতিহাস, আমরা এখনও পর্যন্ত দুটি বিশ্বকাপ জিতেছি, ১৯৮৩ সালে এবং তারপর ২০১১



সালে। সেই সময়ে যা ঘটেছিল তা আপনার মনে রয়ে গেছে। ১৯৮৩ সালের মতো, যদিও আমি তখন জন্মগ্রহণ করিনি, তবে ক্লিপটি দেখছি। যে ভালো জিনিসগুলো হয়েছে, যে কঠিন ম্যাচগুলো জিতেছে, সবই মনে ভেসে আসে।”

কোনও বিশ্বকাপ খেলতে পারব এবং এখন এটা আমার তৃতীয় বিশ্বকাপ। পৃথিবীতে অনেক কিছুই আছে যা অসম্ভব মনে হলেও সম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য আপনার নিজের এবং আপনার ক্ষমতার উপর আস্থা থাকতে হবে।” ২০১৯ সালে নিজের পারফরম্যান্স সম্পর্কে রোহিত বলেছিলেন, “আমি ভালো করার চেষ্টা করব, ভালো ফ্রেম থাকব, আমি ২০১৯ সালে ভালো অনুশীলন করেছিলাম, ভালো ফ্রেমে ছিলাম, যা কিছু আমার হাতে আছে, আমি সেগুলি করব। সেটা ছিল ২০১৯ এবং এখন আমরা ২০২৩-এ আছি, আমরা গতবার যা করেছিলাম সেটা করতে অভ্যস্ত, আমরা চাই এটা যেন আবার হয়। কিন্তু সেবারে আমি পাঁচটি সেঞ্চুরি করেছিলাম কিন্তু আমরা সেমিফাইনালে হেরেছিলাম। আমি চাই না এরকম কিছু ঘটুক। তাই সবকিছু ২০১৯-এর মতো হওয়া উচিত নয়। আমি পাঁচটি সেঞ্চুরি করি বা একটি বা একটিও না করি, তবে আমি ট্রফি জিততে চাই। আমাদের কেবল ট্রফি জিততে হবে।”

বিরাট জয় ইস্টবেঙ্গলের, মহামেডানের প্রায় হাতে সিএফএল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ খিদিরপুরের বিরুদ্ধে ৬৬ ব্যবধানে জিতল ইস্টবেঙ্গল। বিষ্ণু এবং মহীতামের হ্যাটট্রিকে ১০-১ ব্যবধানে জিতল লাল-হলুদ। গত ম্যাচের হারের ধাক্কা কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠতে পারল বিনো জর্জের ছেলেরা। গত ম্যাচে মহমেদান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছে। খেলার দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে লাল-হলুদ শিবির। খেতাবের দৌড়ে থাকতে হলে জিততে হত ইস্টবেঙ্গলকে। সেটাই করে দেখালেন তারা। বিপক্ষে ১০ গোলের মালা পরালেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা। একই ম্যাচে দুজনের হ্যাটট্রিক ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে ৩৪ বছর পর করলেন বিষ্ণু ও মহিতোষ। এর আগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে করেছিলেন চিমা ও কুলজিৎ। এর



আগে কলকাতা ফুটবল লিগে দুবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১০ গোল করেছিল। ১০ জুন ১৯৪৬-ইস্টবেঙ্গল ১০-০ ডালহৌসি, ২৮ জুন ১৯৪৯-ইস্টবেঙ্গল ১০-০ ক্যালকাটা গ্যারিসন, এছাড়াও ইস্টবেঙ্গল ১০ গোল দিয়েছিলো ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ (রোডার্স) ইস্টবেঙ্গল ১১-০ বি বি এন্ড সি আই রেল, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ (ডুর্ভার্ডে) ইস্টবেঙ্গল ১০-০ বি বি স্টার। কলকাতা ফুটবল লিগের অন্য ম্যাচে পদম ত্রৈলোক্যের দরুনায় আটকে গেল জয়মন্ত হারবার এফসি। প্রাথমিকভাবে জয়মন্ত হারবারের শট বাঁচিয়ে দেন শিলিগুড়ির ছেলো। তার সেটার সদ্যবহার করেন আঙ্গুসানা এবং ডেভিড। ২-০ গোলে জিতে গিয়েছে মহমেদান। গোল করলেন আঙ্গুসানা এবং ডেভিড। প্রায় হাতের মুঠোয় চলে এল কলকাতা ফুটবল লিগ।

হরমনপ্রীতের ৪ গোল! উজবেকিস্তানের পর সিঙ্গাপুরকেও গোলের মালা পরাল ভারত

হানবাউ, ২৬ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়ান গেমসের হকিতে দুরন্ত ছুটেছে ভারতীয় হকি টিম। উজবেকিস্তানকে দু’দিন আগেই ১৬-০ উড়িয়ে দিয়েছিল হরমনপ্রীত সিংয়ের টিম। দু’দিন পর আবার অ্যাকশন রিপ্রে। সিঙ্গাপুরকে ফের গোলের মালা পরাল ভারত। ১৬ গোল দিলেন মনদীপ সিং, ললিত উপাধ্যায়। এ বারও স্কোরলাইনে ১৬ গোলের প্রাচুর্য। তবে, ১ গোল হজমও করতে হয়েছে ভারতকে। পনের ম্যাচ গত বারের এশিয়াড চ্যাম্পিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে। কঠিন প্রতিপক্ষের মুখে নামার আগে মনোবল তুঙ্গে মনপ্রীত-অভিষেক দের। উজবেকদের বিরুদ্ধে জোড়া হ্যাটট্রিক ছিল ভারতের। সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধেও জোড়া হ্যাটট্রিক দেখা গেল। ১৬-১ স্কোরলাইনে সবচেয়ে বেশি অবদান ভারতীয়



টিমের ক্যাপ্টেনের। হরমনপ্রীত একাই করেন চারটে গোল। সব গোলাই এল পেনাল্টি কর্নার থেকে। টিম ভালো পারফর্ম করলেও গত কয়েক মাস ক্রেগ ফুলটনের চিত্তার কারণ ছিল পেনাল্টি কর্নার। জাপান ম্যাচের আগে সেই চিন্তা কমিয়ে পি-সি থেকে নিয়মিত গোল পাচ্ছে ভারত। প্রথম কোয়ার্টারে ১-০ এগিয়ে ছিল ভারত। গোল করেছিলেন মনদীপই। কিন্তু বিরতির পরই খোলস ছেড়া বেরিয়ে আসে ভারতীয় টিম। আগ্রাসী স্ট্র্যাটেজি নিয়ে নামে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই ২-০ হয়ে যায়। ডান দিক থেকে বাড়ানো বল বক্সের মধ্যে পেয়ে যান সুখজিৎ সিং। গোলকিপারকে পিছনে রেখে ড্রিবল করতে করতে মাইনাস করেন ললিত

মনদীপের হ্যাটট্রিক এল চতুর্থ কোয়ার্টারে। ভারতীয় টিমের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন মনপ্রীত সিং, সমশের সিং পর পর দুটো গোল দিয়ে শুরু করেন তৃতীয় কোয়ার্টার। পরের তিনটে গোল পি-সি থেকে। যার তিনটাই করলেন হরমনপ্রীত। ম্যাচের সেরাও তিনি। তবে এই ভারতীয়

টিমের মস্তিষ্ক অভিষেক। মাঝমাঠ থেকে খেলা তৈরি। বিপক্ষের বক্সে ঢুক ড্রিবল করা। ডিফেন্স তছনছ করা। ছোট ছোট পাসে বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া। সেই সঙ্গে দুরন্ত স্কিলের বলক। অভিষেকের জন্য সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে খেলা নিজেদের দখলে রেখে দিয়েছিল ভারত। এই জয় নিশ্চিত ভাবেই ভারতের মনোবল অনেক বাড়িয়ে দেবে। এশিয়ান গেমস থেকেই আগামী বছরের প্যারিস অলিম্পিকের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় হকি টিম। হানবাউ থেকেই প্যারিসের টিকিট জোগাড় করতে চান হরমনপ্রীত-অভিষেকরা। আর তা করতে হলে জাপানের মতো শক্তিশালী টিমকে হারাতে হবে। তার জন্য ভারত প্রস্তুত।

সব খবর সবার আগে, বাংলায়

Download The App Now

ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন